ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 February, 2020 ■ আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২০ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্পেশাল লিভ পিটিশন জমা দিয়েছেন চাকুরীচ্যূতদের পক্ষে শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ সাহা। তিনি জানিয়েছেন, আজ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি ইউ ইউ ললিত এবং বিনিত শরণের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা গ্রহণের উপর আংশিক শুনানি হয়েছে। আগামী শুক্রবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে। তিনি বলেন, মামলা গ্রহণ হলে তারপর মূল শুনানি শুরু হবে।

২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী বাতিল করেছিল। এরপর থেকে সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের চাকুরী বাঁচানোর প্রশ্নে ত্রিপুরা সরকার একাধিকবার পিটিশন দাখিল করেছে। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। তবে, শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পরে তাই, চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ বাড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৬ নিয়ে যাঁরা মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছেন কেবলমাত্র তাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, বাকিদের চাকরি সুরক্ষিত রয়েছে, এ-বিষয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ মামলা করেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ শুনানি শেষে গত ৩ অক্টোবর ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের রায় বহাল রাখেন এবং তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেন। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনে বাধ্য সে-কথাও বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

উচ্চ আদালত রায়ে বলেছিল, সুপ্রিমকোর্ট এ সংক্রান্ত মামলায় এই সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে কোন রায় দেওয়ার এক্তিয়ার নেই উচ্চ আদালতের। আদালত আরও বলেছিল, সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে এখন কেবলমাত্র রাজ্য সরকার এ বিষয়ে ভাবতে পারবে। সাথে আদালত আরও বলেছিল, রাজ্য সরকারের উচিত সুপ্রিমকোর্টের রায় কার্যকর করা। কারণ, সংবিধান মেনে রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের, ১১৮০০ পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। সম্ভবত কপাল খুলতে চলেছে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের। কারণ, রাজ্য সরকার ১১৮০০ শূণ্যপদ তৈরি করতে চলেছে। মূলত, বিভিন্ন শূন্যপদে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদেরই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অবশ্য, বেকারদের সামনেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আসছে বলেও মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মিড ডে মিল সহায়ক পদে ৬০০০ শূণ্যপদ তৈরি করা হবে। এছাড়া হোস্টেল ওয়ার্ডেন ৩০০ এবং ১০০০ হাজার মিড ডে মিল সুপারভাইজার অথবা কর্ডিনেটরের শূণ্যপদ তৈরি করা হবে। সূত্রের আরও দাবি, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ৪০০০ আর্লি চাইল্ডহুড অর্গানাইজার পদ সৃষ্টি করা হবে।

ধারনা করা হচ্ছে, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের ওই অশিক্ষক পদে পুনর্বাসন দেওয়া হতে পারে। কারণ, আগামী ৩১ মার্চ এডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে সমাপ্ত হয়ে যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার বামেদের পথেই হাটতে চলেছে। ইতিমধ্যে, ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের অনেকেই শিক্ষকতার স্থায়ী চাকুরী পেয়েছেন। কারণ, শিক্ষনীতি ২০০৯ মেনে তারা টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই, প্রায় ৮০০০ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে আগামী ৩১মে চাকুরির মেয়াদ সমাপ্ত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বাম জমানায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে শিক্ষকদের চাকুরী বাতিল হয়েছিল। তারপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও বামফ্রন্ট সরকার ওই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরী বাঁচাতে পারেনি। ফলে, ২০১৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ওই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্বাসনে ১৩০০০ অশিক্ষক পদ তৈরী করেছিল। তার মধ্যে শিক্ষা দপ্তরে ১২০০ হাজার এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে ১০০০ শূণ্যপদ সৃষ্টি করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। তাতে একাডেমিক কাউন্সিল হিসেবে ১২০০, স্টুডেন্ট কাউন্সিলর হিসেবে ৩৪০০, লাইব্রেরি এসিস্টেন্ট পদে ১৫০০, হোস্টেল ওয়ার্ডেন পদে ৩০০ এবং প্রোগ্রাম এসিস্টেন্ট পদে ৫৬০০ শূণ্যপদ তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমান বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ওই সময় বিধানসভায় তদানিন্তন রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অশিক্ষক পদ সৃষ্টি নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলাও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটে রাজ্য বিধায়কদের সহযোগিতা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যে ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। তাই, ওই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজেপি বিধায়কদের কাছে আবেদন রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে টাকা মঞ্জুর হলেই রাজ্যের আর্থিক হাল ফিরবে।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাস ভবনে গতকাল রাতে বিজেপি বিধায়কদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর সমস্যার ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। সূত্রের দাবি, বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের আগেই ওই বৈঠক করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। কারণ, নিজ নিজ এলাকায় জনপ্রতিনিধির ভূমিকা পালনে তাদের নানাহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর অধিকাংশই রাজ্যের কোষাগারের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

সূত্রের খবর, সন্ধ্যা ৭টায় ওই বৈঠক শুরু হয়েছিল। রাত ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি বিধায়কদের সাথে টানা বৈঠক করেছেন। বৈঠকে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের দাবি, বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন আধিকারিকদের সম্পর্কের নালিশ জানিয়েছেন। কারণ, ওই আধিকারীকরা বিভিন্ন সময় তাদের গুরুত্ব দিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, উন্নয়নযজ্ঞে ওই আধিকারিকদের অংশিদারিত্বও দেখা যাচ্ছে না বলে বিজেপি বিধায়করা অভিযোগ করেছেন।

সূত্রের বক্তব্য, বেশ কয়েকজন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষক কর্মচারীদের বদলি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরের রাস্তা নির্মাণে অসন্তোষ কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা মহারাজ বীরবিক্রম বিমানবন্দরের কাজ আপাতত বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় জনগণ। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য গত কয়েকমাস ধরেই কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শীঘ্রই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ চলেছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল নারায়ণপুর এলাকায় যাতায়াতের জন্য যে রাস্তাটি রাখা হয়েছে সেটি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ছোট। সে কারণেই নির্মাণ কাজে বাধা সৃষ্টি করেন নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দারা। আগরতলা মহারাজ বীরবিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। কাজ দ্রুত এগিয়ে চললেও নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দারা ওই এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেওয়ার প্রতিবাদে কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। বিমানবন্দরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেশিন বিকল ডায়ালাইসিস বিঘ্নিত জিবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে ডায়ালাইসিস করাতে এসে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। প্রায়ই মেশিন বিকল হয়ে থাকে। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধীর অপেক্ষায় থাকতে হয়। কোনদিন মেশিন সচল হলে ডায়ালিসিস দেওয়া হয়।

আবার কোন কোন দিন ডায়ালিসিস না নিয়েই মুর্মুষ রোগীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য এ বিষয় নিয়ে রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ভাইরাস ঃ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজ স্বাস্থ্য কর্মীদের হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতামূলক সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর। আগামীকাল প্রি-প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, দামছড়ায় ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তেও স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট এবং আগরতলা বিমান বন্দর ছাড়া চুড়াইবাড়ি ত্রিপুরা-অসম সীমান্ত এবং সোনামুড়ায় শ্রীমন্তপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও নজরদারি চালিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এদিকে, চীন সফর শেষে এক ব্যক্তি বাড়ি ফিরেছেন। তাকে করোনা ভাইরাসের সন্দেহজনক আক্রান্ত হিসেবে নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সতর্কতা মেনে করোনা ভাইরাস-এর পরিপ্রেক্ষিতে সবধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুটি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় এসেছে। আগরতলা বিমানবন্দর এবং ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে যাত্রীদের পরীক্ষা করাও শুরু হয়েছে। এছাড়াও ১০০০টি এন-৯৫ মাস্ক কিনেছে ত্রিপুরা সরকার। আজ ওই মাস্কগুলি ত্রিপুরায় পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী ডা. দেববর্মা।

এখন প্রি-প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে ডা. তপন মজুমদার এ-বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন। ডা. রাধা দেববর্মা জানান, আগরতলার জিবি হাসপাতালে একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমিত কোনও রোগী চিহ্নিত হলে তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলআইসির শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কর্মীদের কর্মবিরতী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ।। ভারতীয় জীবন বিমা কোম্পানি এলআইসি'র ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন এলআইসিতে কর্মরত কর্মচারী এবং এজেন্টরা। এর বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এলআইসি দেশের সবচেয়ে বড় জীবন বিমা সংস্থা। এই সংস্থার বিস্তৃত গোটা দেশেই। সংস্থার ৪০ কোটিরও অধিক ভোক্তা রয়েছেন। এলআইসির বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ৩২ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৯ লক্ষ কোটি টাকা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এ ধরনের একটি লাভজনক সংস্থার ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমন। চলতি বাজেট অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর থেকেই গোটা দেশে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এরই প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় এলআইসির কর্মচারীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রতিবাদ বিক্ষোভে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত ছয়জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার সাথে জড়িত ছয়জনকে পুলিশ আটক করেছে। গোমতী জেলার পুলিশ সুপার এই সংবাদ জানিয়েছেন। মূলত বন্ধন ব্যাঙ্কের কর্মীর কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্তে নামে এবং এই সাফল্য পেয়েছে।

বেশ কয়েক মাস ধরে দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত ছিল গোমতী জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায়। রীতিমতো এরা পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে একের পর এক অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত করে যাচ্ছিল। দেশী বন্দুক কিংবা ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে দলবল নিয়ে অপরাধের কাজে জড়িয়ে পড়ছে তারা। এদের নিশানায় একাধিকবার পড়ে বন্ধন ব্যাঙ্কের এজেন্টরা।

বিগত কয়েক মাসে এরকম ঘটনায় বেশ কজন ব্যাঙ্ক কর্মী দুষ্কৃতিদের হাতে ডাকাতির শিকার হয়েছেন। কয়েকদিন আগেও রাধাকিশোরপুর থানাধীন গর্জি আউটপোস্ট এলাকায় এভাবে দুষ্কৃতিদের খপ্পরে পড়ে প্রায় ৮০ হাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোয়ালা বস্তীতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। রাজধানীর নিউ ক্যাপিট্যাল কমপ্লেক্সের গোয়ালা বস্তী এলাকায় সোমবার বনের কুঞ্জে আচমকা আগুন লাগে। এই আগুন ভয়াবহ আকার ধারন করে। খবর যায় নিউ ক্যাপিট্যাল কমপ্লেক্স ফায়ার ষ্টেশনে। সেখান থেকে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে ঘটনা স্থলে এসে পরিস্থিতি আঁচ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিলচরে উদ্ধার ১০ লক্ষ টাকার সন্দেহজনক হেরোইন, ত্রিপুরার গাড়ি সহ আটক দুই ব্যক্তি

শিলচর, ৩ ফেব্রুয়ারী (হিঃসঃ)।। কাছাড় জেলা সদর শিলচরের রংপুরে বিপুল পরিমাণের সন্দেহজনক হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুই হেরোইন পাচারকারীকে। ধৃতদের তৈয়বুর রহমান বড়ভুইয়াঁ (৩৫) এবং খাইরুল হক (৪৭) বলে পরিচয় পেয়েছেন পুলিশের অভিযানকারীরা।

জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার শিলচর শহরের রংপুর এলাকায় দলবল নিয়ে নেশা-বিরোধী অভিযানে নামেন পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর আনন্দ মেধি। অভিযানে টিআর ০২ ডি ০২৩১ (স্যান্টো) এবং এএস ১১ সিসি ৮৫৭৯ (ক্রুইজার) নম্বরের দুটি গাড়ি আটক করে তালাশি চালিয়ে কয়েকটি প্লাস্টিকের সাবান কেসে ভরতি ৮০ গ্রাম ওজনের সন্দেহজনক হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। এর সঙ্গে রহমান বড়ভুইয়াঁ ও খাইরুল হককে আটক করা হয়। পুলিশ অফিসার জানান, বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনগুলোর বাজারমূল্য কমপক্ষে আট থেকে ১০ লক্ষ টাকা হবে।

ধৃত খাইরুল হকের জবানবন্দির ভিত্তিতে তিনি জানান, তারা ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক নাজিম উদ্দিনের মালিকানাধীন স্যান্টো গাড়িকে নেশা দ্রব্য পাচারে ব্যবহার করছিল। দুটি গাড়িই তাঁরা আটক করেছেন। হেরোইনগুলি তারা মণিপুরের রাজধানী ইমফল থেকে সংগ্রহ করেছে বলেও নাকি স্বীকার করেছে আটক দুই নেশা কারবারি। প্রাথমিক জেরায় তারা নাকি জানিয়েছে, হেরোইনগুলি ত্রিপুরায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল তাদের। ধৃতদের শিলচর সদর থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানান পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর আনন্দ মেধি। এছাড়া বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনগুলি পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটির ফরেনসিক গবেষণাগারে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি।

নিগোশিয়েশন বাণিজ্যে যুক্ত থাকার অভিযোগে আগরতলায় গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। নিগোশিয়েশন বাণিজ্যে যুক্ত থাকার দায়ে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। তবে তারা নিগোশিয়েশন বাণিজ্যের সাথে আদৌও জড়িত কিনা তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে দাবি পুলিশের। আগরতলা পুর নিগমের বটতলা কার্যালয়, পূর্ত দফতরের নেতাজি চৌমুহনিতে অবস্থিত কার্যালয়ে দরপত্র আহ্বান করা হলেই কিছু অবাঞ্ছিত লোকের বিরুদ্ধে সেখানে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ রয়েছে। এরই পরিপ্রক্ষিতে পুলিশ সোমবার অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রাজদীপ দেবনাথ, আশিক মিয়াঁ এবং আলমগির হুসেন নামের তিনজনকে আজ আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দরপত্র প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে আগরতলা পুর নিগমের বটতলা কার্যালয়, পূর্ত দফতরের নেতাজি চৌমুহনিস্থিত কার্যালয়ে দরপত্র আহ্বান করা হলেই কিছু অবাঞ্ছিত মানুষ হস্তক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ ছিল। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা যাচ্ছিল না। তিনি বলেন, আজ বটতলা বিট অফিসের সামনে ৭০-৮০ জন লোক জড়ো হয়েছে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছি। কিন্তু, পুলিশ আসছে টের পেয়ে অধিকাংশ মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনজনকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে শনিছড়ায় ধুন্দুমার প্রতিবাদে অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ফেব্রুয়ারী।। হরিনাম সংকীর্তনের চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে সোমবার অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার শনিছড়ায় ঘটেছে ধুন্দুমার কাণ্ড। এ ঘটনায় এক অটোচালক আহত হয়ে বর্তমানে অসমের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং এক চাঁদা আদায়কারী শনিছড়া প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়কেন অবরোধ গড়ে তুলেন। তবে চোরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসের হস্তক্ষেপে প্রায় দেড়ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ সোমবার সকালের দিকে উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানাধিন পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের খাদিমপাড়ার বাসিন্দা পেশায় অটোচালক বছর

২৫-এর আবদুল শুক্কুর তার অটোরিকশা নিয়ে চোরাইবাড়ি থেকে শনিছড়া যাচ্ছিলেন। এ সময়ে শনিছড়া বাজার সংলগ্ন প্রাথমিক হাসপাতালের সামনে অসম-ত্রিপুরা আট নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে এলাকার জয়নগর চাঁদপুর হরিনাম সংকীর্তন কমিটির সদস্যরা চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন। তাঁরা আবদুল শুক্কুরের অটোরিকশা দাঁড় করিয়ে চাঁদা দাবি করেন। কিন্তু অটো চালক চাঁদা দিতে আপত্তি জানালে হরিনাম সংকীর্তন কমিটির সদস্যরা নাকি তাকে মারধর করেন। মারধরের খবর চাউর হতেই আবদুল শুক্কুরের আত্মীয় পরিজন ও তার গৃহগ্রাম খাদিমপাড়ার মানুষ দলে দলে জমায়েত হয়ে সংলগ্ন আট নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, জয়নগর চাঁদপুর হরিনাম সংকীর্তন কমিটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে চাঁদাবাজি করছেন। তাদের চাঁদাবাজির কারণে ওই সড়কে যাতায়াতকারী যানবহনের চালকেরা অতিষ্ঠ। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাদেরকে প্রহৃত হতে হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন কমিটির সদস্যদের হাতে। একইভাবে হামলার শিকার হয়েছেন অটো চালক আবদুল শুক্কুর। তাই এ ঘটনার সুবিচার চান প্রশাসনের কাছে। অবরোধকারীদের আরও দাবি, অতিসত্বর জাতীয় সড়কের উপর থেকে চাঁদার জুলুমবাজি বন্ধ করতে হবে, অটো চালক আবদুল শুক্কুরকে যে বা যারা মারধর করেছেন তাদেরকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাইবার ক্রাইম ঃ নাইজেরিয়ার যুবককে আমবাসা থানায় নিয়ে এল দিল্লী পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী।। অনলাইন প্রতারণা বর্তমান সময়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে রাজ্যে এটিএম কান্ডের সাথে জড়িত তিনজনকে কোলকাতা থেকে রাজ্যে আনা হয়। সংবাদ সূত্রে খবর ২০১৯ সালে আমবাসা থানাধীন উপনগর এলাকার বাসিন্দা পবিন্দ্র রিয়াং নামে এক ব্যাক্তির এসবিআই ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেয় কে বা কারা। এই মর্মে পবিন্দ্র রিয়াং আমবাসা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

মামলা নিয়ে তদন্তে নামে সাইবার ক্রাইম। সে সময় রাজ্য সাইবার ক্রাইম বিষয়টি দিল্লি সাইবার ক্রাইমকে ব্রাঞ্চকে জানায়। এদিকে একই মামলায় দিল্লি ১নং তিহার জেলে বন্দিছিলো বালা রাম ময়েন্ত রাম নামে এক নাইজেরিয়ান যুবক। প্রায় সাত মাস পর জামিনে বের হয় এই যুবক। তখন দিল্লি পুলিশ তাকে পুনরায় আটক করে। রবিবার আমবাসা থানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১১২ ▫ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২০ মাঘ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বর্বরকান্ডে প্রমিলাবাহিনী

আইন হাতে তুলিয়া নিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তাহা শুধু উদ্বেগেরই নহে রীতিমতো এক ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনিতেছে। সংঘবদ্ধ হইয়া হামলা ও বিনা বিচারে হাতের সুখ মিটাইয়া যাহারা পাশবিক নৃত্য করে তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনী ব্যবস্থা নিতে ভয় পায়। এমনই ঘটনা ঘটিতেছে রাজ্যে। বছর কয়েক আগের টাটা কালিবাড়ীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াই চলিয়াছে। অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার অধীন দেববাড়ী এলাকায় এক মহিলাকে প্রকাশ্যে বেধড়কভাবে মারধর করা হয়। অভিযোগ ওই বিবাহিত মহিলার সঙ্গে কোনও এক পুরুষের সম্পর্ক ছিল। গত শনিবার ওই পুরুষের সঙ্গে মহিলাকে একসাথে দেখা গিয়াছে এই অভিযোগে এই মহিলাকে প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করিয়া মারধর করা হয়। গ্রামের প্রমীলা বাহিনী রীতিমতো পালা করিয়া পিটাইয়াছে ওই মহিলাকে। মারিতে মারিতে তাহাকে নিয়া যাওয়া হয় একটি স্কুল মাঠে। সেখানেও তাহাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অনেক পুরুষই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মারধরের দৃশ্যটি উপভোগ করিয়াছেন। কেহ কেহ ক্যামেরাবন্দীও করিয়াছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মহিলা পুরুষ মিলিয়া অন্তত পঞ্চাশজন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতেই বীরগঞ্জ থানার লিখিত অভিযোগ করেন নির্যাতীতার বোন। এগারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হইলেও পুলিশ তখনও অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল আইন হাতে তুলিয়া নিবার প্রবণতা কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। একের পর এক এই বর্বরোচিত ঘটনা ঘটিলেও পুলিশী ভূমিকা সন্তোষজনক নহে। নির্যাতীতা মহিলার সঙ্গে অন্য পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে নিশ্চয়ই থানা পুলিশ করা যাইত। অভিযোগ কতখানি সত্যি সেই প্রশ্নও উঠিতে পারে? অভিযোগ উঠিলেই বিবস্ত্র করিয়া প্রকাশ্য স্কুল মাঠে গণপিটুনীর ঘটনার এই বর্বরোচিত ঘটনায় আরও একটি অধ্যায় সংযোজিত হইল ত্রিপুরায়। এই ঘটনাও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নটিকে আরও বেশী সামনে নিয়া আসিল। বামফ্রন্ট আমলে টাটা কালিবাড়ীতে মহিলার গণনিগ্রহের ঘটনার পর রাজ্যজুড়িয়া প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া যায়। কিন্তু রাম আমলে বীরগঞ্জে মহিলার উপর সংঘবদ্ধ নিগ্রহের ঘটনা নিয়া নিন্দার ঝড়ে তেমন তেজ কি দেখা গিয়াছে? আসলে রাজ্যের যেখানে যে ঘটনা ঘটুক না কেন তাহা স্থানীয় বিজেপি নেতাদের কোনও ভূমিকা নাই এমন কথা কি বিশ্বাস করিতে হইবে? বাম আমলে তো গ্রামের বিভিন্ন ঝগড়া বিবাদও এই ধরনের গণনিগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচারপর্ব তো অনেক সময় সারিয়া নিত সিপিএমের স্থানীয় কমিটি। এই রাম আমলেও মন্ডল নেতাদের দাপট কি কম? পুলিশও তো তাহাদের দিকেই চাহিয়া থাকে? বীরগঞ্জে মহিলাকে নিগ্রহের ঘটনা ঘটিবার পরও পুলিশ তৎপর হইল না কেন? যেসব মহিলারা মহিলাকে অমানুষিক নির্যাতন করিয়াছে তাহারা কোন দলের? বাম না রাম। এই প্রশ্ন আছে খুব সংগতভাবেই উঠিতেছে। শুধু বীরগঞ্জ নহে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পুলিশ আছে, কিন্তু সেই পুলিশও একেবারেই নিস্তেজ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইতে পারিতেছে না পুলিশ। পুলিশকে আজ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের ভূমিকায় দেখা যাইতেছে না। যদি এই অবস্থাই চলিতে থাকে তাহা হইলে আইনশৃঙ্খলা লাটে উঠিবে। ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে মানুষ অসহায়বোধ করিবে, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিবে। নিশ্চয়ই তাহা কাম্য হইতে পারে না।

ক্ষতিপূরণ ইস্যুতে ৫ ফেব্রুয়ারি বৈঠক আহ্বান ডিমা হাসাও প্রশাসনের, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৭ই থেকে রেল অবরোধ নিশ্চিত'

হাফলং (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথ অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার পর এবার নড়েচড়ে বসেছে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন। আন্দোলনকারীদের দাবি ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ১ টায় বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া। ৫ তারিখের প্রস্তাবিত বৈঠক জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ, আন্দোলনকারী সংগঠনগুলি যথাক্রমে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম, ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম ও ইন্ডিজেনাস উইমেনস ফোরামকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া।

এদিকে জেলা প্রশাসন আহূত বৈঠক নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে না দিলে ১৭ তারিখ থেকে পাহাড় লাইনে রেল অবরোধ করা হবেই। এর আগেও অনেকবার জেলাশাসকের কার্যালয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু এত সবে কোনও কাজ হয়নি। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়া নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আজ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ। তাঁর বক্তব্য, ২০১৯ সালের ৭ মার্চ পাহাড় লাইনে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল অবরোধ গড়ে তোলার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আমাদের আলোচনার জন্য ১১ মার্চ বৈঠকে ডেকেছিলেন। সে অনুযায়ী আমরা ৯ মার্চ রেল অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম। ডেভিড বলেন, ১১ মার্চের ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আমল দেয়নি। আজ অবধি এই ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ। তাই এবার আর বৈঠকে বা আলোচনা, এমন-কি প্রতিশ্রুতিতে চিঁড়ে ভিজবে না।

ডেভিড কেভম বলেন, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের মিটিয়ে না দিলে ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৫-টা থেকে পাহাড় লাইনে অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধ গড়ে তোলা হবে, কোনও অবস্থায় তা প্রত্যাহার করা হবে না। কারণ গত ১০ বছর থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ ইস্যু নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। তাই এবার বৈঠক আলোচনা আর প্রতিশ্রুতিতে রেল অবরোধ প্রত্যাহার কোনও অবস্থায় করা হবে না বলে স্পষ্ট জানান ডেভিড কেভম।

উল্লেখ্য, লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে নিউ-হাফলং থেকে নিউ-হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত প্রায় ৫০টি গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসীর জুম ক্ষেতের জমি থেকে শুরু করে বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে গ্রামবাসীরা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে আসলেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ গ্রামবাসী এবং আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির।

৪.৫ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড চিন্তায় খাদ্য দফতর

কলকাতা,৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):চিন্তায় খাদ্য দফতর ঊ রাজ্যজুড়ে খোঁজ মিলল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ডেরঊ

ইতিমধ্যেই ঘটনা যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো হয়েছে দফতরের তরফে ঊ সেই নথি অনুযায়ী রাজ্য খাদ্য দফতরের ডেটাবেসে সাড়ে চার লক্ষ নতুন রেশন কার্ড সংক্রান্ত হিসাব না মেলায় সেই সব রেশন কার্ডকে সন্দেহজনক হিসাবেই পরিচিত হয়েছে ঊ বলা যেতে পারে ওই গুলি ভুয়ো রসন কার্ড ।

স্বামীজীর জীবনের নানা দিনগুলি

।। প্রদীপ চক্রবর্তী ।।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক জন হেনরি রাইট লিখছেন 'যদি সূর্যকে প্রশ্ন করা হয় তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? হেনরি রাইট এ মন্তব্য করেছিলেন স্বামীজীর উদ্দেশ্যে। বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারের অধিকারী বলে ভূষিত হেনরি রাইট স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন কেন তিনি শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগ দিচ্ছেন না? কারণ মার্কিন জনষাধারণের কাছে পরিচিত হওয়ার এর চাইতে বেশি যুযোগ আর হবে না যদি না তিনি ধর্মমহাষভায় যোগ না দেন। স্বামীজী তাকে বিনীতভাবে বলেন তাঁর পক্ষে বিশ্ব ধর্মষভায় যোগ দেওয়া ষম্ভব হবে না কারণ তার কাছে কোনও ধরনের পরিচয়পত্র নেই। তখনই অধ্যাপক রাইট ওই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি পরিচয়পত্রে লিখলেন ইনি এমন একজন ব্যক্তি যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যমস্ত অধ্যাপকদের পান্ডিত্য এক করলেও তাঁর পান্ডিত্যের যমান হবে না। অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই উন্মুক্ত হয়ে গেল বিশ্ব ধর্মমহাষভার দ্বার। বিশ্বকোষতুল্য প্রচন্ড বা অভাবিত জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী অধ্যাপক জন হেনরি রাইট যাঁকে সূর্যের কিরণের ষাথে তুলনা করেছেন যেই স্বামী বিবেকানন্দকে কত দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে তা ইতিহাষের অনেকটাই লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে যতদিন যাচ্ছে ততই স্বামীজীর জ্ঞানভান্ডারের দরজা বিশ্ববাষীর কাছে উন্মুক্ত হচ্ছে।

নদীতে জল প্রবাহিত হয়ে থাকে একথা আমরা ষবাই জানি। জলের প্রবাহমান ধারার ফলে নদীতে জল জমতে পারে না। জল অনেকটাই প্রবাহমানতার জন্য শুদ্ধ হয়ে থাকে। যেমনটা গঙ্গা, যমুনা, ষরস্বতী, কাবেরী, নর্মদা, হাওড়া, গোমতীর জল পবিত্র। প্রচলিত প্রবাদ 'রমতা যাধু, বহতা পানি।' যনাতন ঐতিহ্যের দেশ বলে পরিচিত এ ভারতবর্ষের যে যব যাধু ষন্ন্যাযী ষন্ত রয়েছেন তাঁরাও কিন্তু বছরের একটা নির্দিষ্ট ষময় তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন। এর ফলে তাদের মনের মলিনতা অনেকটাই দূর হয়ে যায়। যে কারণে ষাধু ষন্তরা পুর্ণ তীর্থের প্রভাবে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন অনেকটাই এগিয়ে চলে। ঠিক এই ধারনাটাকে নিয়ে স্বামীজী ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন ১৮৮৭ ষালে। তাঁর ষাথে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের স্বামী প্রেমানন্দ। প্রথমেই এরা চলে যান কাশীতে। যেখানে দর্শন করেন বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির। যেই ষাথে দুর্গা ও অন্নপূর্ণা দর্শন করেন। প্রথম দশনে স্বামীজী আনন্দিত হয়ে যান। কেননা এখানেই ধর্ম প্রচার করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ ও শঙ্কর। পরিব্রাজক জীবনের কিছু ছোট ছোট ঘটনা নিয়েই পেশ করা হচ্ছে এই প্রতিবেদন। কাশী পরিভ্রমণকালে স্বামীজী যখন একটি রাস্তা ধরে চলছিলেন তখনই কিছু বানর স্বামীজীকে তাড়া করে। বানরের তাড়া খেয়ে স্বামীজীও দৌড়াতে শুরু করেন। বানরগুলিও থেমে নেই। তারা পিছু পিছু তাড়া করতে থাকে স্বামীজীকে। এই দৃশ্য দেখে এক যন্ন্যাযী, যিনি বৃদ্ধ তিনি স্বামীজীকে না দৌড়াতে বলেন এবং পরামর্শ দেন রুখে দাঁড়াতে। যেমন বলা তেমন কাজ তাৎক্ষণিকভাবে স্বামীজীও দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ঘুরে দাঁড়ান। এই অবস্থা দেখে বানরের পাল পালাতে শুরু করে। এই যে রুখে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা স্বামীজীর জীবনের নিয়ে আযে এক নূতন অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা। যে শিক্ষা হল বিপদ বা যমষ্যা দেখে পালিয়ে যেতে নেই বরং তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এই অভিজ্ঞতার কথাটা স্বামীজী বিদেশেও তাঁর বক্তৃতায় বহুবার বলেছেন। কাশী পরিভ্রমণকালে স্বামীজী যারনাথেও যান।

অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা থেকে যোজা চলে যান বৃন্দাবন। এই দীর্ঘ ৫০ কিলোমিটার পথ স্বামীজী কিন্তু পদব্রজেই যফর করেন। গোবর্দ্ধন গিরি পরিক্রমার যময় স্বামীজী চলে যান রাধাকুণ্ডে। তখন স্বামীজীর পরিধানে কৌপিন ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি যথারীতি যেখানে গিয়ে রাধাকুণ্ডে অবগাহন করেন। অবগাহনের পর পারে ওঠে দেখেন তাঁর কৌপিন নেই। স্নানের আগে স্বামীজী কৌপিন রেখে গিয়েছিলেন রাধাকুণ্ডের পারে। কৌপিন বেহদিশ দেখে প্রচন্ড অভিমান যঞ্চার হয় পরিব্রাজকের মনে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে যিদ্ধান্ত নেন তিনি আর পরিভ্রমণ করবেন না। এখানেই পরিভ্রমণের ইতি। যোজা চলে যাবেন বনাঞ্চলে। যেখানে অর্ধাহার, অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবেন। তাঁর মনের এই যংকল্পের কথা বুঝে নিয়েছিলেন ষম্ভবত তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংষদেব। রাধাকুণ্ড থেকে বনের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু না করতেই তাঁর যামনে এগিয়ে এলেন অপরিচিত এক ব্যক্তি। যাঁর হাতে একটি গেরুয়া কাপড় এবং কিছু খাবার ছিল। তিনি স্বামীজীকে বললেন, কৌপিনটি পরিধান করতে এবং খাবার খেয়ে নিতে। এই ঘটনা প্রবাহ স্বামীজীর কাছে নূতন দিশা নিয়ে হাজির হয়। ভাবলে অবাক হতে হয় এই ভেবে ঈশ্বর কিন্তু বরাবরই আমাদের পাশে আছেন। নতুবা যে বানর কৌপিন নিয়ে রাধাকুণ্ডের তীরে গাছের ওপর বযেছিল যে বানরও কিন্তু কৌপিন ফেলে দিয়ে স্বামীজীর যাত্রাপথের খানিকটা পিছু নিল।

পিতা বিশ্বনাথ দত্তের যন্তান ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে দেখে আষছে তাঁর বাবার তামাক যেবন। যেখানে বেশ কিছু লোকজন আষতেন। এরাও তামাক খেত। তবে এদের জন্য আলাদা আলাদা হুঁকো ছিল। তিনি যখন বৃন্দাবন পরিক্রমা করছিলেন হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হল তামাক খাওয়ার। কেননা তিনি দেখতে পেলেন পাশেই কোনও একজন ছিলিম টানছে। স্বামীজী যথারীতি তার কাছে ধূমপানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মুশকিল হল ছিলিম টানা লোকটি ভয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করল। কিছুদূর আযার পর নরেনের মনে প্রশ্ন জাগল, ধূর আমি না ষন্ন্যাযী আমার কাছে আবার জাতিভেদ কি? আমি ওর ছিলিমই টানব। যথারীতি তিনি ফিরে এযে যেই হরিজনের তামাক খেলেন। পরবর্তী ষময়ে স্বামীজী বলছেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজে যংস্কার দূর হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখলেন। গোবর্ধন পরিক্রমা স্বামীজীর কাছে কিছু নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। যে কারণে তিনি যিদ্ধান্ত নিয়ে বযেন যে আর কারও কাছে ভিক্ষা চাইবেন না কিংবা খাবারও খাবেন না। যদি কেউ ইচ্ছে করে তাঁকে খাবার দেয় তাহলেই তিনি খাবেন। কিন্তু মুশকিল হল প্রচন্ড ক্ষুধায় তাঁর প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হলেও দিনভর কেউ ভিক্ষাও যেমন দেয়নি, তেমনি খাবার তো দূরের কথা। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে স্বামীজী কিন্তু হাঁটতে লাগলেন। এমন যময় কোনও একজন এযে তাঁকে বললেন যে খাবার নিয়ে এযেছে। শুনেই স্বামীজী দৌড় শুরু করলেন। লোকটিও নাছোড় বান্দা। যেও স্বামীজীর পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। দৌড়াতে দৌড়াতেই যে বলতে থাকলো তাঁর খাবার গ্রহণ করার জন্য। এই আর্তি শুনে স্বামীজীর দুচোখে নেমে এলে ফল্গুধারা। এমন যব বিক্ষিপ্ত বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে যেইযব ঘটনা দৈব নির্দেশে প্রতিভাত করে।

স্বামীজী রাতে শিকাগোতে এযে পৌঁছান কিন্তু মুশকিল হল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাচ্ছিলেন না যেখানে ধর্মমহাষভা হবে যেখানকার ঠিকানা লেখা কাগজটি। নানাজনকে তিনি জিজ্ঞেষ করলেন কিন্তু উত্তর পেলেন না। ক্লান্ত, অবষন্ন, ক্ষুধার্ত স্বামীজী উপায়ান্তর না দেখে রেল স্টেশনেই দাঁড়ানো এক মালগাড়ির ফাঁকা কামড়ায় আশ্রয় নিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ঘুমিয়ে পড়লেন মালগাড়ির কামড়ার ভেতর। পরদিন ঘুম ভাঙার পর তিনি এখানে যেখানে ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। নানাজনের কাছে খাবার চাইলেন, চাইলেন ভিক্ষা, চাইলেন অর্থ, কিন্তু কেউ তা দিতে রাজি হলেন না। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাউকে ভিক্ষা দেওয়া হয় না। ভিক্ষার চাওয়ার জবাবে অনেকে তাকে গালমন্দ করলেন। আবার কেউ কেউ বন্দুক তাক করলেন। এই পরিস্থিতিতে আবারও যিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন মরতে হয় এখানেই মরবেন। তবুও কারও কাছে ভিক্ষে চাইবেন না। ঈশ্বর হয়তো মুচকি মুচকি হাযছিলেন। তাকে অবাক করে দিয়ে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এযে তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। যেই মহিলা জর্জ ডব্লিউ হেল। জন রাইটের ষাথে মিষেষ হেলের পরিচয় ছিল এবং ছিল আধ্যাত্মিক ষম্পর্ক। শুধু তাই নয় ধর্মমহাষভার আয়োজকদের ষাথে মিষেষ হেলের পরিচয় থাকার যুবাদে রাইট যাহেবের দেওয়া পরিচয়পত্র থাকায় স্বামীজীকে গ্রহণ করা হল ধর্মমহাষভার প্রতিনিধি হিযেবে। অন্যদিকে বিদেশ বিভুইয়ে দুঃখ কষ্ট দেশে নানা ধরণের ষমষ্যা পীড়িত স্বামীজী নূতনভাবে ভারতকে চিনতে শুরু করলেন। যদিও ভারত পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর কাছে নূতনভাবে উন্মোচিত হল ভারতবর্ষের রূপ। ত্রিবান্দ্রম থেকে তিনি তাঁর যহপাঠি মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে ষাথে নিয়ে যোজা চলে যান কন্যাকুমারী। ১৮৯৩'র ২৪শে ডিষেম্বর কন্যাকুমারীতে পৌঁছান স্বামীজী। দর্শন করেন মা কন্যাকুমারীকাকে। মাকে দর্শনের পর তিনি যমুদ্র যৈকতে দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ জলরাশির মাঝে লক্ষ্য করেন এক প্রস্তর খন্ড। যেখানে যাওয়ার জন্য মন ছটফট করতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কিভাবে যাবেন তিনি যেখানে। যামনেই যে বিস্তীর্ণ জলরাশি। এই জলরাশি অতিক্রম করে প্রস্তরখন্ডে যাওয়ার মতো আর্থিক যঙ্গতি বা ক্ষমতা তাঁর নেই। কেননা তিনি তখন কপর্দক শূন্য। যামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট নৌকা। নৌকাতে আছে মাঝি মাল্লার। এরা পয়যার বিনিময়ে লোকজনকে নিয়ে যান যেই প্রস্তরখন্ডে। আবার নৌকা করেই যেখান থেকে ফিরে আযেন ভ্রমণকারীরা। যৈকতে হাঁটতে হাঁটতেই তাৎক্ষণিকভাবে আযা নির্দেশমূলে স্বামীজী ঝাঁপিয়ে পড়েন যমুদ্রে। প্রস্তরখন্ডকে লক্ষ্য করে কাটতে শুরু করেন যাঁতার। তাঁর পেছনে, পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে হিংস্র হাঙ্গরের দল। কিন্তু অকুতোভয় স্বামীজী প্রস্তরখন্ডের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে যান তাঁর লক্ষ্যে। উঠে বযেন ভারতের শেষ প্রান্তে যেই শিলাখন্ডে। বযে পড়েন ধ্যানে। যেই ধ্যান চলতে থাকে এক নাগাড়ে ৩ দিন ৩ রাত। যেই ধ্যান স্বামীজীকে নির্দেশ করে স্বদেশভূমি ভারতবর্ষ কিভাবে মুক্তি লাভ করবে। কিভাবে দূর হবে দেশের দারিদ্র্য, কিভাবে অবদমিত মানুষের জুটবে অন্ন, বস্ত্র, বাযস্থান। কিভাবে দূরীভূত হবে অশিক্ষা, কু-শিক্ষা, অপষংস্কার। পরবর্তী ষময়ে স্বামীজী বলছেন, দেশের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি খালি পেটে ধর্ম হয় না। যে কথাটা বার বার বলে গেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংষদেব। কন্যাকুমারীর প্রস্তরখন্ডে স্বামীজীর এই ধ্যান ভারতকে নূতন দিশা দেখিয়েছে। দেখিয়েছে কিভাবে জগৎষভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আষন নেবে। ছোট্ট একটি ঘটনা দিয়ে এই প্রতিবেদনের ইতি টানতে হচ্ছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না ভারত পরিক্রমায় বেড়িয়ে স্বামীজী কিন্তু একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন ১৮৯২এ। যেই স্বামীজীকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু পাগল ঠাকুর ছাড়া যথার্থ বিবেকানন্দকে আমরা খুঁজে পাইনি। রামকৃষ্ণ পরমহংষদেবই তাকে প্রথমদিন নরেনকে দেখেই বলেছিলেন নরেন, নর-ঋষি। তাঁর কাজের জন্যই মা তাকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছেন। নরেন কিন্তু একথা শুনে একে পাগলামি বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু মহাপ্রয়াণের আগে এক টুকরো কাগজে রামকৃষ্ণ লিখেছিলেন 'নরেন শিক্ষে দেবে। ঘরে বাইরে হাঁক দেবে।' ঠাকুরের এই ভবিষৎবাণী আজ আমরা দেখছি প্রতি পলকে। এই নরেনই কিন্তু ১৮৯৩তে বিশ্ব ধর্মমহাষভায় ভারতকে তুলে ধরেছিলেন এবং শিবজ্ঞানে জীবষেবার ডাক দিয়েছিলেন। অথচ এক ষময় কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে ভবঘুরে ছাড়া আর কিছুই ভাবা হতো না। ভবঘুরে নরেন্দ্রনাথ যিনি নানা ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী ষময়ে তিনিই বিবেকানন্দ হয়ে ভারতকে জগৎষভায় তুলে ধরেছেন।

কৃতজ্ঞতা ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে প্রকাশিত নানা গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত প্রবাহ।

শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করার পরম্পরা অব্যাহত

।। রাজদীপ সরদেশাই ।।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু বহু আগে ভদোদরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমনই এক বিশ্ববিদ্যালয় --- মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় (এমএস)। ভারতীয় রাজতন্ত্রের সময়, দেশের অন্যতম শিক্ষিত ও জ্ঞানদীপ্ত রাজার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ। সে সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় গুজরাতের প্রকৃত শিক্ষাচর্চা ও সংস্কৃতিক মুক্তচিন্তার আখড়া হিসাবে চর্চিত হত। বিশেষ করে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগটি সৃজনশীলতা এবং বহুধাবিস্তৃত তত্ত্বের আধার হিসাবে জাতীয় মর্যাদার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ২০০৭ সালের মে মাসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই চারুকলা বিভাগের এখ ছাত্র, চন্দ্রমোহনের একটি প্রদর্শনীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর কিছু কর্মী হঠাৎ এসে তান্ডব শুরু করে। চন্দ্রমোহনকে তারা শারীরিক নিগ্রহ করে এই অভিযোগগ যে, স্তার শিল্পকর্মী ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ এভং তারা শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই ঘঠনায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তাদের ও গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়া হয়। উপাচার্য এফআইআর করতে অসম্মত হন তো বটেই, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কোনও সমর্থনও জানান না। পরিবর্তে, ছাত্রছাত্রী ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কে সাসপেনশন নোটিশ ধরিয়ে দেয়া হয়, অন্যদিকে পুলিশ বিশ্ব হিন্দুপরিষদের কর্মীদের ছেড়ে দেয়, কিছুই করে না। ঘটনাটার ছাঁচ কেমন চেনা চেনা ঠেকছে কি? সত্যি এই যে, সম্প্রতি জেএনইউ ক্যাম্পাসে মুখ ঢাকা গুন্ডারা উন্মত্ত তান্ডব চালানোর পর কোনও শাস্তি ছাড়াই যে রেহাই পেয়ে গেল এবং ভীতু, পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনও কোন পদক্ষেপ করলেও না— এ এক অত্যন্ত গুরুতর বিষয় তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কিছুর আভাস। এই ঘটনা ইঙ্গিত দেয়— বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অবাধ নিয়ন্ত্রণ করার রাষ্ট্রশক্তির যে আদর্শ, তা ভদোদরা থেকে এসে পৌঁছে গিয়েছে রাজধানীর বুকে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত গুজরাত ই সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠার নামে, সমস্তরকম বিরোধী মতকে কন্ঠরোধ করার পরিকল্পিত প্রয়াস দেখেছে। ক্যাম্পাসে এভাবে বি রাজনীতিকরণের সচেতন প্রয়াস মোটেই শিক্ষার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। বরং এক অচলায়তন তৈরির চেষ্টায়, যেখানে বিতর্কিত বিষয় থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখা যাবে।

গুজরাতে ছাত্র সংগঠনের নির্বাচন খুবই অনিয়মিত এবং প্রায়শই তা প্রতিযোগিতামূলক ছাড় ছাড়াই হয়। ঠিক যেমনটা উত্তর ভারতের নির্বাচনগুলোতে হয়ে থাকে। গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত চার বছর কোনও নির্বাচন হয়নি। তবে, গত সপ্তাহে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছে নির্বাচন রাখতে, মোটামুটিভাবে এবছরের মার্চ মাসে তার দিন ঠিখ হয়েছে। দ্য সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ গুজরাত তাদের প্রথম নির্বাচন আয়োজন করেছিল গত বছর, ইউনিভার্সিটি গঠনের প্রায় এক দশক পর। তার আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস কাউন্সিল ছিল, যেখানে কর্তৃপক্ষ দ্বারাই সরাসরি মনোনীত হত কাউন্সিলের সদস্যরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নির্বাচনের পদ্ধতিটি আরও চমকপ্রদ। রাজ্যাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি--- ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তাদের আনুগত্য। প্রসঙ্গত, গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন উপাচার্য যেমন তার মেয়দ শেষ হওয়ার পর বিজেপি মুখপাত্র হন, তেমনই, বর্তমান উপাচার্য বিজেপি দলের নির্বাহী সদস্য। কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও বিজেপি মিডিয়া সেল এর সঙ্গে তালুক রাখেন। নর্থ গুজরাত ইউনিভার্সিটি এর ক্ষেত্রে ছবিটা একই। এ কথা সত্যি যে, পূর্ববর্তী শাসকদের ক্ষেত্রেও উপাচার্য নির্বাচনে রাজনৈতিক আনুগত্য একটা বিষয় ছিল।কিন্তু এতটা নির্লজ্জতার সঙ্গে দলীয় কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে মনোনীত করে প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করাটা কান্ডহীনতার চূড়ান্ত নজির। এমনকি গুজরাতের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও রাজনৈতিক চাপ আটকাতে পারছে না। আমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ই ধরা যাক। বেসরকারি ও অলাভজনক একটি সংস্থা দ্বারা গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বারংবার নিষেধজ্ঞায় বিশিষ্ট অধ্যাপরে পদ থেকে সর্বজনবিদিত ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহর নিয়োগ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। রামচন্দ্র গুহ চিরকালই বিজেপি বা সংঘ পরিবারের সমালোচনা করেছেন তার লেখালেখিতে। কিন্তু এমন মেধাবী শিক্ষাবিদ এবং যিনি কিনা মহাত্মা গান্ধীর জীবনীকার, তাকে শুধুমাত্র তার মতাদর্শের কারণে, মহাত্মারই মাটিতে শিক্ষকতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল। এর মানে দাঁড়ায় গুজরাত তার সর্বশ্রেষ্ঠব্যক্তিত্বের সহিষ্ণু ও সর্বজনগ্রাহ্যতার বোধ থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান করছে আজ। মোদ্দাকথা, এই যে ওরা যদি করতে পারে, আমরা কেন নয়, এর যুক্তিক্রমটা একে তো নৈতিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ বটেই, তায় রাজনৈতিক প্রবণতাপ্রসূত। বিজেপি অহংকারের সঙ্গে নিজেদের ব্যতিক্রমী দল বলে অভিহিত করে এবং মোদি সরকার দুটি নির্বাচন ধারাবাহিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতেছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তারা এতকালীন স্থিতাবস্থা দূরমুশ করে দেবে। যার মধ্যে দিয়ে কিনা নির্মিত হবে নতুন এক ভারত, যা এই সরকারের গুজরাত মডেলকে কেন্দ্র করেই তৈরি। কখনওই ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ডান ও বাম এর বিভক্তিকরণ নয়, যা ক্যাম্পাসকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আসলে, এ লড়াই মোটেই ডান বনাম বাম এর নয়, বরং ঠিক বনাম ভুল এর। পুনশ্চ ক্যাম্পাসে হিংসার সূত্রপাত করা করেছে— এই তরজায় যখন জেএনইউর ডান এবং বাম ছাত্রদল দোষারোপের খেলা খেলছে, তখন জেএনইউ কর্তৃপক্ষ'র প্রতি একটা আবশ্যিক প্রশ্ন জাগছে। কোন সরকারের তরফে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একজনও দেখতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না? অধ্যাপকদের অর্থাৎ শিক্ষাগুরুদের শারীরিক নিগ্রহ করা কি ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক? যদি তারাই ক্যাম্পাসে সুরক্ষিত না হন, তাহলে কে সেখানে সুরক্ষিত? ভুলে যাবেন না, ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার সময় এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন অধ্যাপক জে এস বন্দুকওয়ালার বাড়ি তছনছ করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত গুজরাত সরকার বা স্থানীয় প্রশাসেনর কেউ এই অধ্যাপককে সহমর্মিতা জানাতে যাননি। কারণ সম্ভবত, তিনি ছিলেন হিন্দুত্ব রাজনীতির তীব্র সমালোচক। কি বলবেন এই ঘটনাকে। গুজরাত যা কাল ভাবে, বাকি দেশ তা আজ ভাবতে বাধ্যর সর্বোত্তম উদাহরণ?

(সৌজন্যে— প্রতিদিন)

সোমবার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যা অগ্রহণযোগ্য: বিদেশমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৩।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) হাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর ইতালি সফর উপলে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সীমান্তে হত্যাকান্ড দুঃখজনক। আমরা সীমান্তে হত্যাকান্ড নিয়ে অত্যন্ত সজাগ। যখনই এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে তখনই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করি এগুলো কেন হচ্ছে? বিশেষ করে এ বছর সীমান্তে হত্যাকান্ড অনেক বেড়ে গেছে। এটা খুবই দুঃখজনক। ভারতীয় সরকার সবসময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, একজনও মারা যাবে না। কিন্তু তারপরও হত্যাকান্ড ঘটছে। বিদেশমন্ত্রী বলেন, আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে বলেছি এটি আমাদের জন্য লজ্জাজনক। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এত উন্নত এবং এর মধ্যে এগুলো হবে কেন?

এদিকে সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক হত্যা বন্ধে বিজিবি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সরকার কূটনৈতিক পদপে গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের গৃহমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সংসদের প্রশ্নোত্তরে মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের (মেহেরপুর-২) এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই তথ্য জানান। সন্ধ্যায় স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় গৃহমন্ত্রী বলেন, সীমান্তে বিএসএফ/ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা বন্ধের বিষয়ে বিজিবি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সরকার এ ব্যাপারে কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণ করেছে। গত ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলনে সীমান্ত হত্যাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে বিএসএফ একমত পোষণ করেছে। মন্ত্রী আরও জানান, আন্ত:সীমান্ত অপরাধ ও চোরাচালান রোধে সীমান্ত এলাকা নজরদারিতে রাখার জন্য বিজিবির ইউনিটগুলো সার্বণিক টহল পরিচালনা করছে।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে ধন্য :ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৩।। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেছেন, আমি এই মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি ছোট বেলায় রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছি। এত বছর পর তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে সত্যিই নিজেকে খুব সম্মানিত মনে করছি। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী রীভা গাঙ্গুলি দাশসহ ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ১৭ মার্চ থেকে মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হবে। ভারত এতে অংশগ্রহণ করতে তৈরি রয়েছে। মুজিববর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের দুই দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় ও গভীর হবে। বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিক উল্লেখ করে রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন, এ সম্পর্কের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এশিয়ান নেতাদের মধ্যে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বঙ্গবন্ধু যে ভিশন নিয়ে পথ শুরু করেছিলেন সেটা শেষ করতে পারেননি। তার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়িত করছেন। সোনার বাংলা গড়ার পথে ভারত আগেও পাশে ছিল, আগামীতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে। এ সময় তার সঙ্গে হাইকমিশনারের স্বামী প্রশান্ত কুমার দাশ, হাই কমিশননের ফার্স সেক্রেটারি (পলিটিক্যাল) নবনিতা চক্রবর্তী, প্রটোকল অফিসার নিরাজ কুমার বিলখা, সহকারী কেএমএস রেড্ডিসহ ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দলসহ গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শি ও আইসিটি) আব্দুল্লাহ আল বাকী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদুর রহমান মাসুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মহাযোগী স্বামী শিবনাথজি মহারাজের বরাক উপত্যকায় শুভাগমন, ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাছাড়ে অবস্থান

শিলচর (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাযোগী গোরক্ষনাথ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব মোহন্ত স্বামী শিবনাথজি মহারাজের বরাক উপত্যকায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাছাড় জেলা-সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে নানা অনুষ্ঠান চলছে। সূচি অনুযায়ী দীক্ষা, গণ-উপনয়ন, মহারুদ্র যজ্ঞ, ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি নূননগর কালীবাড়িতে উপনয়ণ, দীক্ষা, উপাসনা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে।

গোরক্ষনাথের অন্যতম শিষ্য সঞ্জীব নাথ জানিয়েছেন, জারইতলা, কালাইন, লক্ষ্মীছড়া প্রভৃতি স্থানে মহারুদ্র যজ্ঞ, দীক্ষা, উপনয়ন-সহ ধর্মসভায় প্রবচন প্রদান করবেন পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব মোহন্ত স্বামী শিবনাথজি মহারাজ। নাথ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে তিনি ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ইতালি, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর কাছে চার বর্ণের লোকজন দীক্ষা নিয়েছেন।

এমন-কি কতিপয় অহিন্দু লোকও স্বেচ্ছায় তাঁর নির্দেশিত পথে হাঁটতে সমর্থ হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর গোরক্ষনাথ মন্দির, ভারতীয় নাথ ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তিনি যুক্ত। গোরক্ষপুর গোরক্ষনাথ মন্দিরের প্রধান মোহন্ত তথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁকে অগ্রজপ্রতিম হিসেবে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-সহ গোরক্ষপুর গোরক্ষনাথ মন্দিরের কোনও অনুষ্ঠানে যোগেশ্বর মোহন্ত পরমপূজ্যপাদ শিবনাথজি মহারাজ অন্যতম প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত এবং বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

তিনি আরও জানান, এছাড়াও শিবনাথজি মহারাজ গত প্রায় ১ মাস থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে মহারুদ্র যজ্ঞ, দীক্ষা, উপনয়ণ-সহ ধর্মসভায় প্রবচন প্রদান করেছন। তিনি সম্প্রতি করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর, পাথারকান্দি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলার লালা শহরে বিভিন্ন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

শীঘ্রই উড়ান পরিষেবা চালু হতে চলেছে দেশের বৃহত্তম জেবার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে

নয়ডা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের জেলা গৌতমুদ্দনগরে জেবার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হবে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বিমানবন্দর। খুব শীঘ্রই চালু হবে উড়ান পরিষেবা। গত সপ্তাহে প্রশাসন জেবারের ছয়টি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে মোট ১২৩৯ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে যমুনা কর্তৃপক্ষের (ইআইডিএ) কাছে হস্তান্তর করেছে। প্রশাসনের জেভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য মোট ১৩৩৩৪ হেক্টর জমি প্রয়োজন ছিল। যার মধ্যে ১২৩৯ হেক্টর জমি রণহরা, বনবরিবাস, দয়ন্তপুর, রোহি ও কিশোরপুরের কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। আইজিআইয়ের থেকে বড় হবে জেবার বিমানবন্দর সোমবার গৌতমুদ্দনগর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিএন সিং বলেছেন যে, দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর (আইজিআই) থেকে জেবার বিমানবন্দর আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

আইজিআইয়ের আয়তন ২০৬৬ হেক্টর আর জেবার বিমানবন্দরটি ৫০০০ হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত হবে। জেবার বিমানবন্দর তৈরির পরে এই অঞ্চলের লোকদের দিল্লিতে আইজিআইয়ের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হবে না এবং আইজিআইতেও যাত্রী সংখ্যা কমবে। জেবার বিমানবন্দর তৈরির পরে বিদেশীরা মথুরা, আগ্রাসহ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে পারবেন। দিল্লির আইজিআই এবং জেভার বিমানবন্দর মেট্রোর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। ছয় মাসে ১০০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণজেলা আধিকারীকদের মতে, ছয় মাসের মধ্যে বিনা প্রতিরোধে ১২৩৯ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রথম দফার জমিটি ৬ আগস্ট ২০১৯ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সমস্ত কৃষকদের উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ কৃষকদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে জেবার বিমানবন্দর নির্মাণে ৮৯৭১ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সেই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিন হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিএন সিং বলেছেন, ক্ষতিপূরণ বিতরণের কাজ এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়েছিল।

এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার দুই দিন পরেই কৃষকদের অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর হয়ে যেত। জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সময়মত সমাপ্তির জন্য, গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের পুরানো ভবনে একটি পৃথক অফিস তৈরি করা হয়েছিল যেখানে দিনরাত কাজ করা হয়েছিল। ৩৬২৭টি পরিবারের বাসস্থানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা জেলা আধিকারিকের মতে, এই প্রকল্পে ৮৯৭১ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এতে ৩৬২৭ পরিবারকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানচ্যুত করতে হবে। এর জন্য, ৩ সদস্যের সাতটি দল ২০ দিনের মধ্যে জরিপ করে এবং প্রশাসনের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেয়, যা অনুসারে বাস্তুচ্যুত পরিবারকে অন্য কোথাও ৫০ বর্গমিটার থেকে ৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত জমি সরবরাহ করা হবে।

তাদের যেখানে আবাস গড়ে উঠবে, যেখানে স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাংক ইত্যাদি নির্মিত হবে। নওদা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেড এবং অন্যান্য অঞ্চলে বাস্তুচ্যুত পরিবারের যে কোনও সদস্যকে চাকরি বা পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এই সমস্ত লোকদের একটি পরিচয়পত্রও দেওয়া হবে যাতে তাদের সুবিধা পেতে কোনও সমস্যা না হয়।

ঢাকায় ভারতীয় মহিষের মাংস জব্দ,একজনকে তিন মাসের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৩।। ঢাকার অদুরে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর আদমজী বিহারি ক্যাম্প এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬৫০ কেজি অননুমোদিত প্যাকেটজাত ভারতীয় মহিষের মাংস জব্দ করেছে র্যা ব-১১। এ সময় সামির নামে একজনকে আটক করা হয়। তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে সামিরকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার বিকালে র্যা ব-১১ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীন চৌধুরীর পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সামিরসহ অন্যান্যরা সপ্তাহে ৩ দিন ঢাকার তেজগাঁও থেকে অননুমোদিত প্যাকেটজাত মাংসগুলো নারায়ণগঞ্জে এনে গরুর মাংস বলে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে বিক্রি করছিল। তাদের কাছে হিমায়িত ও প্যাকেটজাত মাংসগুলো বিক্রির জন্য কোয়ারান্টাইন সনদও নেই। এছাড়া হিমায়িত মাংস ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত ফ্রিজিং চেইনে রাখার বিধান থাকলেও তা অমান্য করে নন-ফ্রিজিং গাড়িতে মাংসগুলো আনছে তারা। ফলে এসব মাংসের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায় যা জনস্বাস্থ্যের পে ব্যাপক তিকর। এসব বিষয় আমলে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান ফারুক ভোক্তা অধিকার সংরণ আইনে অভিযুক্ত সামিরকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিন্ময়ানন্দের জামিন

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিন্ময়ানন্দ জামিন পেলেন। সোমবার দুপুরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভার সদস্য ও প্রাক্তন ওই বিজেপি সাংসদকে জামিন দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। গত বছর আগস্ট মাসের প্রথমে আইনের এক ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে চিন্ময়ানন্দের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের শাহাজানপুরে অবস্থিত প্রাক্তন এই বিজেপি নেতার মালিকাধীন আইন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন ওই যুবতী। সেই সুযোগে মেয়েটিকে জোর করে চিন্ময়ানন্দ ধর্ষণ করত বলে অভিযোগ। প্রথমে চিন্ময়ানন্দের ভয়ে ওই ছাত্রী থানায় কোনও অভিযোগ জানাননি। কিন্তু, বিষয়টি লাগামছাড়া হয়ে গেলে চিন্ময়ানন্দের নামে স্থানীয় থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। পাশাপাশি কারও নাম না করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিও পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ জানান। আর এরপরই নিখোঁজ হয়ে যান। এদিকে মেয়ে ঘরে না ফেরায় পুলিশের কাছে গিয়ে চিন্ময়ানন্দের নামে অভিযোগ দায়ের করেন যুবতীটির বাবা। তাঁর

ছয়ের পাতায়

দলিলহীন জমি বিক্রি করে বিপদে জনৈক মহিলা-সহ সরকারি অফিসার, হচ্ছে প্রতারণা মামলা

সোনাই (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাই রাজস্বচক্রের অধীনস্থ নগদিরগ্রাম তৃতীয় খণ্ডের একটি জমি ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নচিহ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এমন-কি জমি বিক্রেতা-সহ সেটেলমেন্ট অফিস এবং বিভাগীয় আধিকারিকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর হুমকির পাশাপাশি প্রতারণা মামলা করতে চলেছেন জমির ভোগদখলকারী জনৈক গিয়াস উদ্দিন মজুমদার।

গিয়াস উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, তাঁর পিসি সাজুরুন নেসা তাঁদের পৈতৃক ভোগদখলকৃত জমির দাবিদার থাকায় তাঁর প্রাপ্য নয় কাঠা আট ছটাক জমি সাজুরুনকে আগেভাগেই সমঝে দেওয়া হয়েছিল। এর দলিল সাজুরুনের কাছে রয়েছে। এর পর এক ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ইংরেজিতে সাজুরুন এই জমি মহরম আলি মজুমদারের কাছে বিক্রি করেন। তথাপিও সাজুরুন একই দাগ পাট্টায় থাকা পাঁচ কাঠা জমি মমতাজ বেগমের কাছে বিক্রি করেন। এই জমির চতুর্সীমার ভিতরে সাজুরুনের জমি নেই ও জমির দলিল নেই। এ কথা জানাতে গিয়ে গিয়াস বলেন, সাজুরুনের কাছ থেকে ক্রয় করা জমিতে মমতাজকে ঠাই দেওয়া হচ্ছে না বলে তাঁকে এবং অন্যদের জড়িয়ে সোনাই থানায় এক মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে সোনাই সার্কল অফিস থেকে কয়েকজন পাটোয়ারি ও কাননগো এসে জমিটি মাপজোখ করে চলে যান। এবার গিয়াস উদ্দিন প্রশ্ন উত্থাপিত করছেন, এই পাট্টায় সাজুরুন নেসার প্রথম বিক্রয় করা জমির পরিবর্তে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা জমির কোনও বৈধ নথি না থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় আধিকারিকরা কী করে জমি বিক্রয়ের অনুমতি দেন? এছাড়া সাজুরুনও কেন নিজের প্রাপ্য জমি বিক্রয় করার পর বৈধ দলিলহীন জমিকে নিজের জমি বলে দাবি করে অন্যত্র বিক্রয় করে মুনাফা লুটছেন। তা নিয়ে সাজুরুন নেসা সহ বিভাগীয় আধিকারিকদের অভিযুক্ত করে শীঘ্রই আদালতে প্রতারণার মামলা করছেন গিয়াস ও তার সাঙ্গীরা, সাফ জানিয়ে দেন গিয়াস উদ্দিন মজুমদার।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহার করা হবে না : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনার সূচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংসদ পারভেশ সাহেব সিং ভর্মা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) -র এ দেশের কোনও নাগরিকের কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং, এর বিরোধিতার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে এই আইন প্রত্যাহার করা হবে না। পারভেশ ভর্মা রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর এই সভায় বিরোধী সদস্যরা বিক্ষোভ ও স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিরোধী সদস্যরা পরে সংসদ থেকে বেরিয়ে যান। বিজেপি সদস্যের আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলের তারকা প্রচারক তালিকা সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী সদস্যরা বিরোধিতা করেন। ভর্মা দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমালোচনা করে বলেন, শাহিনবাগের বিক্ষোভে আশ্চর্যজনকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন যে তিনি প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে রয়েছেন, অথচ শাহিন বাগে অবস্থান-বিক্ষোভকারীরা রাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান দিচ্ছেন। ভর্মা আরও বলেন, বিরোধী দলগুলির সরকার দেশে সমস্যা তৈরি করেছে। অথচ মোদী সরকার তাদের সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন। অন্যান্য সরকার জাতীয় গুরুত্বের বড় বিষয়গুলি এড়িয়ে চলেছে, অথচ আমাদের সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাতণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা সরানোর সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করে বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তটি দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহত্তম সাফল্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপি সাংসদ বলেন, এ দেশে রামের নাম নেওয়া সাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছে। ভর্মা সভায় সংবিধানের অনুলিপি দেখিয়ে বলেন, সংবিধানের মূল কপি তাঁর কাছে রয়েছে যেখানে রাম ও সীতার ছবি রয়েছে, যদিও তা পরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাধা-কৃষ্ণ ও হনুমানের ছবিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, কয়েকটি দল অভিযোগ করেছে যে বিজেপি বিরোধী দলকে নির্মূল করতে চায়, তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সোমবার বনমালীপুরে ঘর ঘর চলো অভিযানের সূচনা করেন বিজেপি সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব।

জন্মভূমিকে বদ্ধভূমি, হত্যাভূমিতে পরিণত করছে বিজেপি : মমতা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): ফের বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে জন্মভূমিকে বদ্ধভূমি, হত্যাভূমিতে পরিণত করছে বিজেপি। কথায় কথায় গুলি চালানোর হুমকী দিচ্ছে। দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি চলছে।"নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর তৃণমূল কংগ্রেস। লাগাতার ধরনা, আন্দোলন কর্মসূচি চলছে। সংসদেও সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। এর মাঝেই ফের পথে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তার সুর আরও একবার বেঁধে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সকালে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিকেলে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমাবেশের পাল্টা জবাব এ দিন দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'ভয়ের রাজনীতি করছে বিজেপি। বিজেপি আসলে ভয় পেয়েছে। সাহস থাকলে রাজনৈতিক ইস্যুতে লড়াই করুন। ক্যাম্পাসে ঢুকে গুলি চালাচ্ছে। কী হচ্ছে এসব?'বিজেপি দাঙ্গাবাজ। এই অভিযোগ করে মমতা বলেন, "এরা মানুষের পাশে নেই। শুধুই অশান্তি চালাতে চাইছে। যেভাবে দেশ চলছে আমাদের ভাল লাগছে না।"

বোমার আঘাতে উড়ল হাত

পাড়ুই, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বীরভূমে আবারও বিস্ফোরণ। বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে উড়ল দুই হাত। আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাঁড়ুই থানার লেবড়া গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে খবর লেবড়া গ্রামের বাইরের মাঠের পাশে একটি নালার ধারে বোম বাঁধা হচ্ছিল। সেই সময়ই বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে উড়ে যায় বাপি শেখ নামে এক ব্যক্তির। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রক্ত, পাথর, সুতলী ও বারুদ। যদিও অনেকটাই মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ তৃনমূলের বুথ সভাপতি বাপি শেখের নেতৃত্বে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। পাঁড়ুইয়ের স্থানীয় বাসিন্দা তথা রাজ্য বিজেপি সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক সেখ সামাদ বলেন, এদিন শাসকদলের বুথ সভাপতি তথা লেবড়া গ্রামের বাসিন্দা বাপী ওরফে মুস্তাক সেখ জনা কয়েককে নিয়ে বোমা বাঁধছিল। অসাবধানতাবশত বোমা ফেটে যাওয়ার ফলে বাপীর দুই হাত উড়ে যায়। বাকি তিন জনকে গুরুতর আহতাবস্থায় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাপী সেখকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে শক্তিগড়ের স্বর্ণা নার্সিং হোমে। আগামী কাল ঘোষিত অভিনন্দন যাত্রায় এই বোমা বিজেপির উপর প্রয়োগ হত। বোমার আঘাতে তৃণমূলের বুথ সভাপতির দুই হাত উড়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পাড়ুই থানার লেবড়া গ্রামে। বোমার ব্যপকতা এত বেশি ছিল গ্রামের মানুষ অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। এব্যাপারে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা পাড়ুইয়ের বাসিন্দা মুস্তাক হোসেন বলেন, কিছু একটা অশান্তি হয়েছে। তবে কি হয়েছে আমি জানিনা। খবর নিয়ে দেখছি।

পাকিস্তানে নির্যাতনের পর ভারতে এল ৫২ টি হিন্দু পরিবার

চন্ডীগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তান থেকে নির্যাতিত হয়ে ৫২ টি হিন্দু পরিবার সোমবার সন্ধ্যায় আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে ভারতে পৌঁছাল। প্রায় একশো জনের এই দলটি ২৫ দিনের ধর্মীয় ভিসা দেওয়া হয়েছিল। এর আওতায় এই পাকিস্তানী হিন্দু নাগরিকরা হরিদ্বারে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দুদের মধ্যে সাত ব্যক্তি পেশায় চিকিৎসক। এর মধ্যে বেশিরভাগ হলেন যারা পাকিস্তানে ফিরে যেতে রাজি নন এবং ভারতের নাগরিকত্ব চান। সমাজকর্মী তথা প্রাক্তন বিধায়ক মনজিন্দর সিং সিরসা এই হিন্দু পরিবারগুলিকে ভারতে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের হিন্দু পরিবার দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় রয়েছে। এই লোকদের অনেকেই মনজিন্দর সিং সিরসার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এ কারণে ৫২ টি হিন্দু পরিবারের শতাধিক সদস্যকে ভারতে ধর্মীয় পর্যটন ভিসায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। এই হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে অনেকেই পাকিস্তানের সবকিছু রেখে এখানে এসেছেন বলে দাবি করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে এই হিন্দু পরিবারগুলিকে স্বাগত জানিয়ে মনজিন্দর সিং সিরসা বলেন, এখন এরা হরিদ্বার এবং অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়াবেন।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

রোজকার খাবারের একটি ভুলে হতে পারে ক্যান্সার

সব থেকে বেশি পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার হচ্ছে শাক-সবজি। অনেক খাবার এমন আছে যা কাঁচা খাওয়াই পুষ্টিকর। কারণ সে খাবারগুলো রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।তাই শরীর সুস্থ রাখতে টাটকা খাবার খাওয়া খুব প্রয়োজন। কিন্তু এমন কিছু খাবার আছে যেগুলো একবার রান্না করার পর আবার গরম করে খাওয়া হয়, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে শরীরের। এই ভুলের কারণে ক্যান্সার পর্যন্তও হতে পারে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো গরম করে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর-। কাঁচা অবস্থায় বিটে পুষ্টিগুণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু গরম করে খেলে পুষ্টিগুণ নষ্ট নয় এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।। পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং নাইট্রেট থাকে। কিন্তু পালং শাক গরম করলে কার্সিনোজেনিক নামক এক উপাদান তৈরি করে, যা শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক।। ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু ডিম রান্নার পর আবার গরম করে খেলে টক্সিন তৈরি করে, যা হজমে বাঁধা দেয়।। মাশরুম কাটার সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে খাবেন। ভুলেও ফ্রিজে রাখবে না। এতে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় এবং শরীরের ক্ষতি করে।। রান্নার তেল বেঁচে গেলে অনেকেই একাধিক বার ব্যবহার করেন। এটি কখনই করবেন না। তাছাড়া বাইরের যেকোনো ভাজা খাবার না খাওয়াই ভালো। কারণ বাইরের দোকানে ভাজা পোড়া তেল অধিকবার ব্যবহার করা হয়।। মুরগিতে অধিক পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু মুরগির মাংস ফ্রিজে রেখে দিলে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় এবং শরীরের ক্ষতি করে। তাই ফ্রিজে মুরগির মাংস রাখলে ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করতে হবে।। রান্না করা ভাত ফ্রিজে রেখে খেলে শরীরের ক্ষতি করে। তাই আগের দিনের ভাত যদি খেতে চান তবে জল ঢেলে রাখবেন।

খাদ্য শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পুষ্টিবিজ্ঞানে কাঁচা সবজি সবচেয়ে বেশি পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়। এর কারন হল, রান্না করলেই খাদ্যের পুষ্টিগুন নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীর সুস্থ রাখতে খাবারের যেমন প্রয়োজন, একইভাবে টাটকা খাবার খাওয়াও প্রয়োজন। এমন অনেক খাবার রয়েছে যেগুলি একবার রান্না করার পর, খাবার সময়ে আবারও তা গরম করে খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এতে যে শুধু খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হচ্ছে এমনটা নয়, এতে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে এমনকী, হতে পারে ক্যানসার-এর মত মারণ রোগও।বিট: আয়রনে পরিপূর্ণ একটি সবজি হল বিট। কাঁচা অবস্থায় বা স্যালাডে খেলে এর যা পুষ্টিগুন থাকে রান্না করে বা ফ্রিজে রাখার পর সেই সবজি গরম করে খেলে, তা হতে পারে ততটাই ক্ষতিকারক। পালং শাক: বিটের মত পালং শাকেও রয়েছে প্রচুর পরিমানে আয়রন এবং নাইট্রেট। এই দুই উপাদান থাকার কারণে পালং শাক গরম করলে কার্সিনোজেনিক নামক এক উপাদান উতপন্ন করে, যা শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।ডিম: ডিমকে বলা হয় প্রোটিনের পাওয়ার হাউজ। ডিমের যে কোনও পদ রান্না হওয়ার পর তা আবার গরম করলে টক্সিন উতপন্ন হয়, যা হজমের মত সমস্যার সৃষ্টি করে।মাশরুম: মাশরুম কাটার সঙ্গে সঙ্গেই এর পুষ্টিগুন কমতে শুরু করে। তাই মাশরুম কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তা রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। তাই মাশরুম কখনই ফ্রিজে রেখে খাওয়া উচিত নয়।আরও পড়ুন- পাঁচ নয়া ফিচার হোয়াটসঅ্যাপে! দেখে নিন কি কি সেই ফিচাররান্নার তেল: রান্নার অতিরিক্ত তেল অনেকেই রেখে পরবর্তী সময়ে তা ব্যবহার করেন। একবারের অধিক রান্নার তেল ব্যবহার করা মারাত্ম ক্ষতিকর। সেই কারনেই বাইরের খাবার খেতে নিষেধ করেন অনেকেই। বাইরের দোকানগুলি সব সময়েই ভাজা পোড়া তেল অধিকবার ব্যবহার করেন।চিকেন: চিকেন-এ আছে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন। চিকেন ফ্রিজে রেখে দিলেই এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে শুরু করে। এরপরে খাবারের সময় তা গরম করলে হতে পারে হজমের সমস্যা। তাই ফ্রিজে চিকেন রেখে খেতে হলে তা খুব ভালো মত সেদ্ধ করে নিতে হবে। এতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।ভাত: ভাতের পুষ্টিগুণ নির্ভর করে চালের উপর। ধান উতপাদনের সময় ব্যবহার করা হয় প্রচুর পরিমানে কীটনাষক। সেইগুলি থেকে যায় চালের মধ্যেই। এরপর যখন আমরা রান্না করা ভাত ফ্রিজে রেখে আবার গরম করি তা শরীরের মারাত্ম ক্ষতি করে। তাই আগের দিনের ভাত খেতে হলে জল ঢেলে রাখুন।

বিগবসের ঘরেই "মিটু", দেবলীনার নিশানায় সিদ্ধার্থ

মুম্বই: বিতর্ক ছাড়া রিয়্যালিটি শো বিগ বস অসম্পূর্ণ। বিগ বস সিজন ১৩-ও বিতর্কে পিছিয়ে নেই। এই সিজনের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিযোগী সিদ্ধার্থ শুক্লা ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। সম্প্রতি একটি টাস্ক ঘিরে দুজনের মধ্যে বচসা খুব খারাপ জায়গায় পৌঁছয়।টাস্কটি ঘিরে প্রথম থেকেই দুই দলের মধ্যে সমস্যা লেগেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন সিদ্ধার্থ শুক্ল টাস্ক চলাকালীন দেবলীনাকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ করেন দেবলীনা। এমনকী, দেবলীনা টাস্কের সময়ই হুঁশিয়ারি দেন, তিনি সিদ্ধার্থের নামে মিটু অভিযোগ আনবেন। এর পরেই দুজনের মধ্যে বচসা আরও খারাপ জায়গায় পৌঁছয়। এছাড়াও সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ দেবলীনার।বিগবসে এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি দেবলীনা ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে বিগবসের আর এক প্রতিযোগী শেহনাজ গিলের সঙ্গেও বচসা জড়ান তিনি।

পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে দেবলীনা শেহনাজকে চড় পর্যন্ত মারেন। শেহনাজও তাঁকে ফিরে মারতে যান। সেই পরিস্থিতি সামাল দেন আরতি সিং। একটি টাস্ককে ঘিরেই এই ঘটনা ঘটে। ফলে বিগবসকে ততক্ষণাত এই টাস্ক বন্ধ করতে হয়।তবে সিদ্ধার্থও অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে একাধিকবার দুর্ব্যবহার করেছেন।

সেই জন্য নেটিজেনদের কাছে অনবরত সমালোচিত হচ্ছেন তিনি। তবে বিগবস এখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করেনি।এই বিগবসের অন্যান্য জনপ্রিয় প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন রশমি দেসাই, পরস ছাবড়া, মাহিরা শর্মা। এই সিজনে সলমন খানের সঙ্গে সহ-সঞ্চালিকা হিসেবে রয়েছেন আমিশা পটেল।

যে শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ!

ইদানীং সেলফি হাওয়ায় ভেসে বেড়ান অনেকেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিত্যনতুন সেলফি আপলোড করে আলোচনা সমালোচনায়ও আসছেন। আবার ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটেছে। যদিও এসবের কারণে সেলফি তোলা থেমে নেই তবে ইতালির এক শহরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেলফি স্টিক।হ্যাঁ ইতালির মিলান শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই শহরে সেলফি স্টিকের পাশাপাশি কাচের বোতল এবং খাদ্যবোঝাই ট্রাকও চলাচল নিষিদ্ধ। মূলত পাবলিক প্লেসে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। শহরটিতে উগ্র আচরণ নিয়ন্ত্রণে, নিরাপত্তার স্বার্থে এই নিয়মগুলো জারি হয়েছে।বর্তমানে গ্রীষ্মকালে সাময়িকভাবে যা কার্যকর থাকছে (১৩ আগস্ট পর্যন্ত)। প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সেলফি স্টিকের মতো এক্সটেনশন পোলগুলো অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তার কারণ হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো টেনে লম্বা করার কারণে তা পর্যটকদের জন্য সমস্যার হতে পারে। এসব স্টিক কোথাও লেগেও দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।নতুন দুটি অ্যাকশন ক্যামেরা বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে গোপ্রো। ১৫ ও ২৪ অক্টোবর বাজারে ছাড়া হবে যথাক্রমে নতুন হিরো ৮ ব্ল্যাক এবং ম্যাক্স।সেলফি স্টিক বা অন্য যেকোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নিজস্ব মাউন্ট থাকছে গোপ্রো হিরো ৮ ব্ল্যাকে। এখন থেকে আলাদা ফ্রেমের প্রয়োজন পড়বে না। ফোরকেসহ উচ্চ মানের রেজল্যুশনে ভিডিও ধারণ করতে পারে ক্যামেরাটি। এ ছাড়া গোপ্রোর দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল স্ট্যাবিলাইজেশন প্রযুক্তি হাইপারস্মুদ ২.০ সংস্করণে ভিডিও করার সময় ক্যামেরা নড়লেও ভিডিও চিত্রে তার প্রভাব পড়বে না। ক্যামেরাটির টাইমওয়ার্প সুবিধাও হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে লেন্স বদল করার সুযোগ নেই এতে। এর বদলে নতুন নকশায় শটগান মাইক, ভ্লগিংয়ের জন্য ডিসপ্লে এবং এলইডি লাইটের মতো বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সুবিধা যুক্ত করার সুবিধা থাকছে। গোপ্রো যাকে বলছে মড।

প্রিয়াঙ্কার ব্যান্দ্রার ফ্লাটে শাহিদ

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; সম্প্রতি "নো ফিল্টার নেহা"-তে হাজির হন শাহিদ কাপুর। সেখানেই তাঁকে প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কীভাবে নিক জোনাসের সঙ্গে তাঁর সংসার টিকিয়ে রাখবেন, এমন প্রশ্নই করা হয় শাহিদ কাপুরকে।যার উত্তরে শাহিদ বলেন, প্রিয়াঙ্কা এবং নিক দু"জনে পৃথক পৃথক জায়গা থেকে এসেছেন। তাই একে অপরকে আরও ভালভাবে বোঝা উচিত বলে মন্তব্য করেন শাহিদ। প্রসঙ্গত, "কামিনে"-র শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই নাকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং শাহিদ কাপুর "ডেট" শুরু করেন। যদিও কেউ কখনও তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি। এমনকী, শাহিদ-প্রিয়াঙ্কা একে অপরের ভাল বন্ধু বলেই বার বার দাবি করেছেন শাহিদ কাপুর এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। প্রসঙ্গত ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মুম্বইয়ের ব্যান্দ্রার ফ্লাটে হাজির হয় আয়কর দফতর। জানা যায়, ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্লাটে ছিলেন শাহিদ কাপুর। আয়কর আধিকারিকদের সামনে পড়ে ওইদিন দুজনেই চমকে যান। ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্লাট ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেননি শাহিদ। ফলে আয়কর আধিকারিকদের তল্লাসির সময় সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন শাহিদ কাপুর। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

বিক্রম, রাজ থেকে কার্তিক আরিয়ন পরিণীতি চোপড়া তারকারা ব্যস্ত ভাইফোঁটায়

দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই প্রত্যেকে মেতেছেন ভাইফোঁটায়। বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের দিন শুরু হল বোন মেঘার হাতে ভাইফোঁটা নিয়েই। বাকি দিনটাও পরিবারের মানুষদের সঙ্গে কাটাবেন বিক্রম।

ভাই-বোনেদের সঙ্গে চুটিয়ে মজাও করেছেন। বোনের কাছ থেকে ফোঁটা নেওয়ার ছবি শেয়ার করলেন সোশাল মিডিয়ায়।রাজ চক্রবর্তীও এই দিনটা তুলে রেখেছিলেন দিদিদের জন্য। সকাল সকাল তৈরি হয়ে ফোঁটা নিতে বসে পড়েছিলেন কলকাতার চলচ্চিত্র উতসবের চেয়ারপার্সন। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি দিয়ে লিখলেন, "জীবনের দু"জন শক্ত খুঁটি"। তবে কেবল উপহার বা ফোঁটা নেওয়া নয়, জমিয়ে খাওয়া দাওয়াও করছেন তা বলাই বাহুল্য।

পরিণীতি চোপড়া সহজ ও শিবাঙ্গ- দুই ভাইয়ের থেকে দূরে রয়েছেন। ফলে ফোঁটা দেওয়া না হলেও ভিডিও কলে ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে ভুললেন না। হবে নাই বা কেন, পরিণীতির ভীষণ কাছের তারা, বন্ধুও বলা যেতে পারে। তাই দুটো শহরের দূরত্ব তাদের আটকাতে পারেনি।কেবলমাত্র পরিণীতি নয়, কার্তিক আরিয়ন, শক্তি মোহন, কুণাল খেমু এবং মাধুরী দীক্ষিত প্রত্যেকেই শেয়ার করলেন ভাইফোঁটার ফোটো এবং ভিডিও। কুণাল খেমুকে ফোঁটা দেওয়ার সময় তাঁর দু"বছরের মেয়েও গেয়ে উঠলেন গায়ত্রী মন্ত্র।কার্তিক আরিয়ন পোস্ট করলেন ভাইফোঁটার সময় বোনের সঙ্গে খুনসুটির ছবি। কখনও কান মুলছেন তো কখনও প্রণাম করার সময় মজা করছেন। কার্তিক ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "বোন বিশ্বের সেরা ভাই পেয়েছে। এটা আমি নই বোনই বলে থাকে"।ভাইয়ের সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন মাধুরী দীক্ষিতও।শিচম ভারতে এই উতসব "ভাই দুজ" নামেও পরিচিত। মূলত পাঁচদিন ব্যাপী দীপাবলি উতসবের শেষদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আবার, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটকে ভাইফোঁটাকে বলা হয় "ভাইবিজ"। নেপালে ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে এই উতসব পরিচিত "ভাইটিকা" নামে। এই উতসবের আরও একটি নাম "যমদ্বিতীয়া"।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সন্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি অঁখ ছবি। যাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড়।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উর্দে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভূমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

প্রথম দিনেই বাজিমাত "হাউসফুল ৪", দেখুন বক্স অফিস কালেকশন

দু দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে বলিউডে। একের পর এক হিট ছবি করে বলিউডে নিজের জায়গাটাও বেশ পাকা করে নিয়েছেন তিনি। মার্শাল আর্টেও রীতিমতো দক্ষতা রয়েছে তার। আর সেই কারণের জন্যই বলিউডের খিলাড়ি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি হলেন বলিউডের অক্ষয় কুমার।অক্ষয় কুমার মানেই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ, অক্ষয় কুমার মানেই হিটের ফর্মুলা, আবার অক্ষয় কুমার মানেই বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপকরণ। একের পর এক হিট ছবি দিয়ে তিনি বাজিমাত করছেন বক্স অফিস। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি যে যে ছবিতে কাজ করেছেন সেগুলিই হিটের তকমা পেয়েছে। এই বয়সে এসেও তিনি বাজিমাত করছেন।আরও পড়ুন-দিল্লীর এক ক্লাব পার্টিতে গৌরীকে প্রথম দেখেন শাহরুখ, আর প্রথম দেখাতেই পড়েন প্রেমে...কালই মুক্তি পেয়েছে ফারহাদ শামজি পরিচালিত "হাউজফুল ৪"। দিওয়ালির ধামাকা ফাটিয়ে দিয়েছে বলিউডের আক্কি।ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, কৃতি শ্যানন আরও প্রমুখ। একদিকে "হাউজফুল ৪" আর অন্যদিকে "মেড ইন চায়না"-সমানে সমানে টক্কর চলছিল ছবি দুটির। টক্করে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে "হাউজফুল ৪" ছবিটি।"হাউজফুল" ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম দুটি ছবি যেভাবে দর্শকদের মনে ধরেছিল সেদিক থেকে দেখতে গেলে"হাউজফুল ৩" বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ক্ষেত্রেও অনেকটাই তেমনই ধারণা হয়েছিল সবার। কারণ কমেডি ছবির দুনিয়ায় সাজিদ-ফারহাদের যথেষ্ঠ নাম ডাক রয়েছে। কিন্তু অর্ধেক আসন ভরানোর দৌড়ে এবার তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেসব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রথম দিনেই ছবিটি ১৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিস বাজিমাত করেছে। এখনও পর্যন্ত কমেডি ছবির ট্রেন্ডে প্রথম দিনের ব্যবসার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিল এই ছবি। প্রথম স্থানে রয়েছে রোহিত শেট্টি পরিচালিত "গোলমাল এগেনই"।

জেলে রাত কাটিয়েছিলেন, ভয়ঙ্কর অতীতের কথা নিজেই জানালেন শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরিয়ারের শুরুতে নাকি জেল খাটতে হয়েছিল কিং খান। এমন কথা কি আগে কখনও শিখেছেন? তবে কথাটা একেবারেই সত্যি। সম্প্রতি, ডেভিড লেটারম্যান সঞ্চলনায় নেটফ্লিক্সে "মাই নেক্সড গেস্ট নিডস নো ইন্টোডাকশন" এসে এমনই কঠিন সত্যি স্বীকার করে নিয়েছেন বলিউড বাদশা।জানেন কী ঘটেছিল শাহরুখের সঙ্গে?শাহরুখের কথায়, """সেসময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। এত টিভি চ্যানেল, অনলাইন মাধ্যমও ছিল না। ছিল বলতে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। আর যেহেতু সেসময় আমি একেবারেই বলিউডে নতুন ছিলাম, তাই আমার সম্পর্কে প্রকাশিত যেকোনও ভুলভাল খবরে আমি ভীষণই রেগে যেতাম। এমনই একটি খবরে আমি ভীষই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদককে ফোন করে প্রশ্ন করে বসেছিলাম, এই প্রতিবেদন টা কি আপনি লিখেছেন? উনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এটা নেহাতই মজা, এতে রাগার কিছুই নেই। আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, এটাকে আপনার মজার বিষয় মনে হচ্ছে? এরপরই আমি ওনার অফিসে যাই, আর ওনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলি।""""শাহরুখ আরও জানান, """"এরপর আমি একদিন শ্যুটিং করছিলাম, পুলিস এসে খুব নমনীয়ভাবেই আমায় বলে, আপনাকে বেশকিছু প্রশ্ন করার আছে। আর এরপরেই যখন আমায় জেলে ভরে দেওয়া হল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, জায়গাটা কী অসম্ভব অপরিষ্কার। দেখি একটা ছোট্ট কয়েদখানার মধ্যেই অসংখ্য লোকজন থাকে। খুব খারাপ একটা পরিবেশ। পরে অবশ্য আমি পুলিসকে অনুরোধ করি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, বলি এমনটা আর কখনও হবে না। তাঁরা আমাকে ছেড়েও দেন। """"এখানেই অবশ্য শেষ নয়, ডেভিড লেটারম্যানের শো "মাই নেক্সড গেস্ট নিডস নো ইন্টোডাকশন"-এ এসে আরও অনেক কথাই শেয়ার করেছেন শাহরুখ। যাঁর ঝলক মিলেছে শোয়ের ট্রেলারে।"জানবাজ"-এর শ্যুটিংয়ে কৌশানির সঙ্গে রোম্যান্টিক দৃশ্যে বাড়াবাড়ি হলেই বাবার ধমক খেয়েছি: বনিপ্রসঙ্গত শাহরুখকে শেষবার দেখা গেছে আনন্দ এল রাই-এর জিরো ছবিতে। ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর থেকে আপাতত বড়পর্দা থেকে দূরেই রয়েছেন কিং খান।

ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশলকে নিয়ে নতুন গুঞ্জন বলিউডে

বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হতে সময় লাগে না। সম্প্রতি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলকে নিয়ে শুরু হয়েছে তেমনই একটি গুঞ্জন। ভিকিকে বলা যায় বলিউডের নব্য তারকা। আর ক্যাটরিনার সঙ্গে সলমন খান ও রণবীর কাপুরের সম্পর্ক নিয়ে অতীতে কম গসিপ হয়নি। এবছর দীপাবলির একটি পার্টিতে ক্যাটরিনা ও ভিকিকে দেখা গিয়েছিল একসঙ্গে। তার পরেই শুরু হয়েছে বলিউডের নতুন গসিপ।বলিউডের নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন। যাঁরা কখনও একসঙ্গে অভিনয় করেননি, তাঁদের মধ্যেও গভীর বন্ধুত্বের উদাহরণও কম নেই। ক্যাটরিনা প্রায় ষোলো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন বলিউডে। আর ভিকি খ্যাতির শিখরে উঠেছেন বিগত দু-তিন বছরে। এই নব্য তারকার সঙ্গে ক্যাটরিনার দেখাও হয়েছে বিভিন্ন বলিউড ইভেন্টে। কিন্তু দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব বেড়েছে সম্প্রতি তেমন কিছু জানা যায়নি।অনুরাগের সঙ্গে পরের ছবি একটি সুপারন্যাচারাল থ্রিলার: তাপসীএবছর দুজনেই উপস্থিত ছিলেন একটি দীপাবলি পার্টিতে। তার পর থেকেই বলিউডে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। হিন্দুস্থান টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই পার্টি থেকে একই সময় বেরিয়ে আসেন ক্যাটরিনা ও ভিকি। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ফোটোগ্রাফাররা। চটপট একটি ভিডিওতে মুহূর্তটি ধরে ফেলেছেন তাঁরা। সেই ভিডিও দেখলে মনে হয়, ফোটোগ্রাফারদের উপস্থিতিতে একটু যেন অস্বস্তিতেই পড়েছেন ভিকি।কিন্তু পার্টি থেকে একই সময় বেরোলেও ভিকি ও ক্যাটরিনা কিন্তু একই গাড়ি ব্যবহার করেননি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের গাড়িতে করেই পার্টি থেকে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন। এটা জানা যায়নি যে দুজনেরই পরবর্তী গন্তব্য এক ছিল কি না। তবে ক্যাটরিনা ও ভিকির মধ্যে বন্ধুত্বের অতিরিক্ত কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠছে কি উঠছে না, এই নিয়ে গসিপ শুরু হয়ে গিয়েছে।জীবনে মাত্র একটি ছবির জন্যই অডিশন দিতে হয়েছে করিনাকেদুই তারকা এখনও পর্যন্ত নিজেদের বন্ধুত্ব নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি সংবাদমাধ্যমের কাছে বা সোশাল মিডিয়াতেও একত্রে কোনও ছবি আপলোড করেননি।

আমার ছেলে অভিনেতা হবে না: শাহরুখ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ছেলের মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে। আরিয়ানের কেরিয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন শাহরুখ খান। ছেলে আরিয়ানও যে অভিনয় করার বিষয়ে আগ্রহী না, সেটাও জানালেন তিনি।ডেভিড লেটারম্যানের এক টক শোতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানে অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন বক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে দেখা যায় কিং খানকে। ছোটবেলা, গৌরির সঙ্গে সম্পর্ক, অভিনয় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে খুল্লামখুল্লা ছিলেন বাদশা। আলোচনার মাঝেই উঠে আসে ছেলে আরিয়ানের প্রসঙ্গ। সেখানেই শাহরুখ বলেন, 'ওর(আরিয়ান) মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে।' তবে এটা যে কেবলমাত্র শাহরুখের নিজের উপলব্ধি তা কিন্তু নয়। বাদশা জানান, ছেলে আরিয়ান নিজেই একদিন তাঁকে এসে জানান যে তিনি অভিনেতা হতে চান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরিয়ান বলেন, 'আমি অভিনয় করব না। কারণ আমি অভিনয় করতে গেলেই সবাই আমাকে বাবার সঙ্গে তুলনা করবে।' শাহরুখ নিজেও মনে করেন যে সেটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠতে পারে।এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছেন আরিয়ান। তবে, অভিনয় নয়, সিনেমার পরিচালনা ও স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়েই ঝোঁক তাঁর। আর ছেলের সেই ইচ্ছাকেই সমর্থন করতে চান কিং খান। তবে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা আপাতত অভিনয়ে মন দিতে চান। ইতিমধ্যে একটি শর্ট ফিল্মেও অভিনয় সেরে ফেলেছেন তিনি।

প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির ভাইফোঁটা

মূলত পাঁচদিন ব্যাপী দীপাবলি উতসবের শেষদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। প্রতিবছর নিয়ম করে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাইফোঁটা উদযাপন করেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। আজও ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন বোনেদের থেকে ফোঁটা নিয়ে দিন শুরু হল বাংলার ইন্ডাস্ট্রির। বোন পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা সিং ফ্লোরা দাদার মঙ্গল কামনায় তাঁর কপালে ফোঁটা দেন। তবে টলিউডের ইন্ডাস্ট্রির বাড়ির এই অনুষ্ঠান বরাবরই ভীষণ স্পেশাল। কোনও নিয়মের ধার এদিন ধারেন না সকলের প্রিয় বুম্বাদা।প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় আর পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের বন্ডিং অত্যন্ত গাঢ়। সম্প্রতি গুমনামী-তেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছে তাদের। কিন্তু এই একটা দিন সকাল থেকে নিজে হাতে সমস্ত তৈয়ারি করেন পল্লবী। মাংস খেতে ভালবাসেন প্রসেনজিত, তাই সেটাও রেঁধে দাদার জন্য তৈরি করে রাখেন তিনি। এছাড়াও পায়েস, মিষ্টি তো আছেই। দাদাও শাড়ি উপহার হিসাবে দিয়েছেন বোনকে।তবে এই ভাই ফোঁটা নিয়ে বা ভাতৃদ্বিতীয়া নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন বেদে বা পুরাণে বোনের হাতে যমের ভাইফোঁটা নেওয়ার কথা নেই! পাশাপাশি বলা হয়েছে যমী অর্থাত যমের বন নাকি কস্মিনকালেও যমকে ভাইফোঁটা দেননি! উপরন্তু ভাই-বোন হওয়া সত্বেও তাঁদের স্বামী-স্ত্রী-র নিরিখেই বিচার করা হয়।দীর্ঘকাল পর যমুনা দিদিকে দেখার জন্য কালী পুজোর দুদিন পরে অর্থাত ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন যম যমুনার বাড়ি যাত্রা করে।শর্মিলা সিং ফ্লোরাও নিয়ম করে ভাইফোঁটা দেন প্রসেনজিতকে। এদিন প্রসেনজিত বলেন, "ও প্রতিবছর ঘড়ি দেন। বাড়িতে তো ঘড়ির লাইন পড়ে গিয়েছে।" বোনেরাও ফোঁটা দিয়ে দাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ভোলেন না। যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দাদার আগামীর যাত্রা শুভ করাই যে একমাত্র কামনা।

সোমবার আগরতলায় এলআইসি এজেন্ট ও কর্মচারীরা কর্মবিরতী পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিমকোর্টে হবে মহিলাদের ধর্মীয় বিষয়ে শুনানি

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহিলাদের অধিকার ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভারসাম্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুনানি করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে যে ৯ বিচারকের বেঞ্চ এবিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করবে যার ভিত্তিতেই হবে শুনানি। আদালতে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি হবে। ওইদিন আদালতও এই সিদ্ধান্তও নেবে যে, এই মামলায় আইনজীবীদের সওয়াল করার জন্য কতটা সময় দেওয়া উচিত। পাশাপাশি একটি মামলার শুনানিতে আদালত অন্য মামলা শুনবে না উ আদালত আজ দুটি কথা বলেছে যে, আমরা শুনানি বাতিল করব না। আমরা সুপ্রিমকোর্টে শুনানি চালিয়ে যাব।

বরিষ্ঠ আইনজীবী ফালি এস নরিমন এবং কপিল সিববাল ৯ বিচারপতির বেঞ্চে শবরীমালা ছাড়াও অন্য মামলার শুনানি করতে আপত্তি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বিতর্ক শুরু করে বলেছিলেন, যে শুনানিতে প্রশ্ন নিয়ে সব পক্ষ সহমত নয়। আদালত যে প্রশ্নে শুনানি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। প্রশ্নগুলি অগত্যা খোলা আদালতে স্থির না করে, প্রশ্নগুলি এই চেম্বারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। ফালি এস নরিমন বৃহত্তর বেঞ্চে প্রেরিত পাঁচ বিচারকের গঠিত বেঞ্চকে প্রশ্নবিদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মামলা পুনর্বিবেচনা করার সময় এই তথ্যগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে কি না। তারপরে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে বলেছিলেন যে, শবরীমালা মামলাটি পাঁচ বিচারকের বেঞ্চ থেকে ৯-বিচারকের বেঞ্চে প্রেরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে কেবল শবরীমালা নয়, অন্য বিষয়গুলি আছে। আদালত বলেছিল যে, আমরা এখানে কেবল শবরীমালাকে নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে আসছি না, তবে আমরা এখানে একটি বড় ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিতে বসেছি, যেখানে শবরীমালা মন্দিরে নারীর প্রবেশ ছাড়াও মুসলিম মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ, দাউদি বোহরা মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাদের যৌনাঙ্গে আঘাত এবং অ-পার্সিদের বিয়ে করা পার্সি মহিলাদের ধর্মীয় স্থানে প্রবেশ নিয়ে যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা খতিয়ে দেখবে। প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে, একটি অংশ বলেছে যে মুসলিম মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে তবে তারা পুরুষদের সাথে নামাজ পড়তে পারবে না।

কপিল সিববাল নরিমানের সাথে একমত হয়ে বলেছিলেন যে, এটি এমন একটি বিষয় যা সমস্ত ধর্ম এবং শ্রেণিকে প্রভাবিত করবে। আপনি যা বলবেন তা সবাইকে প্রভাবিত করবে, আপনি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। আদালত তখন বলেছিল যে, তারা এই দিকটিও খতিয়ে দেখবে যাতে একটি মামলার শুনানিতে আদালত অন্য মামলার শুনানি করতে পারে না। গত ৩০ শে জানুয়ারি, প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে বলেছিলেন যে শুনানি কীভাবে করা উচিত তা আমরা স্থির করব।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেছিলেন যে, আবেদনের পক্ষে কেবল একজন সিনিয়র আইনজীবী তর্ক করবেন। কোনও আইনজীবী যুক্তির পুনরাবৃত্তি করবেন না। ২৮ শে জানুয়ারি আদালত বলেছিল যে, দশ দিনের মধ্যেই এই মামলার শুনানি শেষ করবে। ৯ বিচারকের বেঞ্চ এই বিষয়ে শুনানি করবে।

সুপ্রিমকোর্টে শবরীমালা মন্দিরে নারীর প্রবেশ ছাড়াও মুসলিম মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ, দাউদি বোহরা মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাদের যৌনাঙ্গে আঘাত এবং অ-পার্সিদের বিয়ে করা পার্সি মহিলাদের ধর্মীয় স্থানে প্রবেশ নিয়ে যেসব নিষেধাজ্ঞা বিষয় নিয়ে শুনানি হবে উ সর্বশেষ ২৯ জানুয়ারি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনৌল ল বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা দিয়েছে। হলফনামায় বোর্ড বলেছে যে, মহিলাদের মসজিদে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। ইসলাম মসজিদে মহিলাদের প্রবেশ ও নামাজের অনুমতি দেয়। তবে, মহিলাদের সম্মিলিত প্রার্থনায় অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। উল্লেখ্য, এই মামলায় শুনানির জন্য গঠিত ৯ সদস্যের বেঞ্চে থাকবেন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি আর বাণুমতি, অশোক ভূষণ, সূর্য কান্ত, এস এ নাজির, আর সুভাষ রেড্ডি, এল নাগেশ্বর রাও ।

কোচবিহারে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশের ইলিশ সহ ধৃত তিন

মেখলিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশের ইলিশ সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল কোচবিহারোর মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতরা হল বিষ্ণুপদ রায়, বিমল রায় এবং রতন রায়। সোমবার মেখলিগঞ্জের পূর্বপাড়া থেকে ৪২ কেজি বাংলাদেশের ইলিশ সহ তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ইলিশ মাছের আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ টাকা। সেগুলি বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে নিয়ে আসা হচ্ছিল। ধৃতদের এদিন মেখলিগঞ্জ এসিজেএম আদালতে তোলা হলে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

টালা সেতু ভাঙার জেরে মন্থর যান চলাচল

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): টালা ব্রিজ ভাঙার ফলে প্রথম সোমবার যানজট না হলেও যান চলাচলের গতি ছিল মন্থর। তালা সেতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সোমবার নিত্যযাত্রীদের চাপের ফলে যানজট হওয়ার আশঙ্কা করে এদিন সকাল থেকে কলকাতা পুলিশ পথে নেমেছিল যানজট সামলাতে। তবে এদিন ব্যাপক কোন জোট না হলেও যান চলাচলের গতি ছিল খানিকটা মন্থর।

শনিবার থেকে শুরু হয়েছে তালা সেতু ভাঙার কাজ। ফলে ওই সেতু দিয়ে এখন পথচলতি মানুষের যাওয়া বারণ। কিভাবে চাপ পড়ছে বিকল্প পথে। সোমবার ভূপেন বোস এভিনিউতে অনেক বেশি সময় সিগন্যাল আটকে থাকতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নিত্যযাত্রীরা। কাশিপুর রোড ও বেলগাছিয়া সেতু থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত যানবাহন ধীর গতিতে এগিয়েছে বলে অভিযোগ নিত্যযাত্রী গাড়িচালকদের।

যান চলাচলের গতি শ্লথ বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়ে ডিসি ট্রাফিক রুপেশ কুমার জানিয়েছেন, 'আমরা সমস্যার জায়গাগুলো চিহ্নিত করছি প্রায় দেড়শ জনের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে তাদের দ্রুত পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়ে নজর রাখছি।' রুপেশ কুমার এর পাশাপাশি এদিন ট্রাফিক যুগ্ম-কমিশনার সন্তোষ পান্ডে এবং অতিরিক্ত নগরপাল ট্রাফিক ডিপি সিংহ রাস্তায় নামেন।অন্যদিকে, এদিন দমদম রোড নর্দান এভিনিউ এবং রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র রোড ধরে শ্যামবাজারমুখী যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক।

যান চলাচলে যদি অসুবিধা না হয় এবং একই সঙ্গে যাতে যানজটের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে কারণে আপাতত অধিকাংশ জায়গাতেই এদিন অটোমেটিক সিগন্যালের পদলে ম্যানুয়ালি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পাশাপাশি আরজিকর হাসপাতালে সামনেথেকে কোন অ্যাম্বুলেন্স যাতে যানজটে ফেঁসে না যায় সে কারণে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ রেখেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা স্টেশনগামী গাড়ি গুলিকে এপিসি রোড দিয়ে ক্যানাল সার্কুলার রোড হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তান: আফগানিস্তানের মর্টারে বিস্ফোরণ, মৃত ৭

ইসলামাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তানের বজৌর উপজাতি এলাকার সালারজাই তহসিলের একটি বাড়িতে আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে একটি মর্টার বিস্ফোরণে একই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। পাক পুলিশের আধিকারিক গুলজার খান জানান, রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। এই বিস্ফোরণে সাত জন মারা গেছেন। মৃতদের মধ্যে চার শিশু রয়েছে। গোটা বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে। আশেপাশের লোকেরা বিস্ফোরণে শব্দ শুনে ছুটে আসে। এরপরে পুলিশকে জানানো হয়। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় পুলিশ ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃতদেহগুলি বের করে। ওই অঞ্চলের পুলিশ অফিসার আনোয়ার উল হকের মতে, আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে মর্টার চালানো হয়েছিল। গোলা বাড়ির ছাদে এসে পড়ে এবং বাড়ির শিশুসহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে।

বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে জেলার নেতা কর্মীদের সাথে বৈঠক শুভেন্দু অধিকারীর

বাঁকুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের আগে জেলার নেতা কর্মীদের সাথে বৈঠক করে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাঁকুড়া সফরে এসে তিনি সতীঘাটে অনুষ্ঠিতব্য মুখ্যমন্ত্রীর কর্মী সভার স্থান পরিদর্শন করেন।সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে তিনি সরেজমিনে হাজির হন।

জেলা তৃণমূল সভাপতি শুভাশীষ বটব্যাল, পুরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত সহ জেলা নেতারা তার সাথে আসেন।তারপরই তিনি চলে আসেন রবীন্দ্র ভবনে পূর্বনির্ধারিত জন প্রতিনিধিদের সভায়।সেখানে তিনি খুব অল্প সময় উপস্থিত ছিলেন।সভা থেকে বেড়িয়ে তিনি সোজা চলে আসেন সার্কিট হাউসে।সেখানে তিনি আলোচনায় বসেন জেলা নেতা ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে।মুখ্যমন্ত্রীর সফরে তার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন।রবীন্দ্র ভবনে সাংবাদিকদের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ১১ তারিখে জেলার কর্মীদের সঙ্গে আলেচনা সভায় যোগ দেবেন।ব্লক স্তরের সমস্ত কর্মী থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীরা সভায় যোগ দেবেন।মোট পঞ্চাশ হাজার কর্মী হাজির থাকবেন সভায়।

দুর্ঘটনার গুরুতর আহত গায়ক সৌমিত্র

কলকাতা,৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ভূমি ব্যান্ডের জনপ্রিয় গায়ক সৌমিত্র রায় । সোমবার দুপুরে উইপ্রো মোড়ের কাছে হঠাতি উল্টো দিক থেকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে সৌমিত্রর গাড়িতে। দুর্ঘটনায় বুকে গুরতর চোট লেগেছে বলে খবর । বর্তমানে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত সৌমিত্র।

ইকোপার্ক দিক থেকে উইপ্রো মোড়ের দিকে যাচ্ছিল গায়কের গাড়ি । সেখানেই সেতুতে ওঠার সময়ে তাঁর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ডিভাইডারে ধাক্কা দিয়ে অন্য আর একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে সৌমিত্রর গাড়ি। বিধাননগর পুলিশ সূত্রের খবর যে ব্রিজের নিচের ডিভাইডার এ ধাক্কা মেরে গাড়িটি ঘুরে যায় । সেই সময় গাড়িতে একাই ছিলেন তিনি।ঘটনাচক্রে দুর্ঘটনা ঘটার সময়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন কল্যাণ সেন বরাট ।আহত অবস্থায় সৌমিত্র রায়কে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতাল সূত্রের খবর যে গায়কের বুকে চোট লেগেছে । পায়েও চোট রয়েছে । বুকে ঠিক কী হয়েছে, জানতে এক্সরে করা হবে ।

পুরনো পরিচয় ঝেড়ে ফেলে ধাপা হয়ে উঠছে দর্শনীয় স্থান

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতার বর্জ্য ফেলার সবথেকে বড় জায়গা ধাপা কার্যত পরিনত হচ্ছে দর্শনীয় স্থানেউ কলকাতার বুকে তৈরি হয়ে গেল এক টুকরো পাহাড়। বাইপাসের ধারে ধাপয় বর্জ্য ফেলার জায়গাতে এখন দেখতে পাওয়া যাবে এই পাহাড়। পুরসভার উদ্যোগে এই সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে।

কলকাতার ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে পরিচিত ধাপার মাঠকে পর্যটন স্থল হিসাবে সাজিয়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সেই কাজে সহায়তা করছে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সবুজ ঘাসের চাদরে ঢেকেছে ধাপার মাঠউআগে যেখানে স্তুপকার করা ময়লা ফেলা থাকতো এখন সেখানেই গড়ে উঠেছে কৃত্রিম পাহাড়। ১০ বছর আগে এই অঞ্চলে ময়লা ফেলার কাজ বন্ধ করা হয়েছিল আর বছর তিনেক আগে থেকেই এখানে এই সৌন্দর্য নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। ময়লার স্তুপের উপরেই তৈরি হয়েছে এই পাহাড় বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেইউ এই পাহাড়ের নিচেই রয়েছে বহু যুগের আবর্জনা। আবর্জনার ওপরে বেছানো হয়েছে প্লাস্টিক তার ওপরে মাটি এবং সবশেষে বসানো হয়েছে ঘাস এভাবেই তৈরি হয়েছে কলকাতার এই নতুন পাহাড়।

একইসঙ্গে, মিথেন গ্যাস থেকে মাঝে মাঝেই এই ধাপার মাঠে আগুন ধরার ঘটনা ঘটেউ তাই এই ঘটনা যাতে ফের না ঘটে তাই এখানে একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, “মাটি বসতে একটু সময় নেবে। তারপরই সাধারণের জন্য এই পাহাড়টি খুলে দেওয়া হবেউ” নয়া এই দর্শনীয় স্থানে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য মাঠপুকুর সংলগ্ন এলাকায় বেড়া দেওয়া ফুটপাথ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ক্যানাল পার করার জন্য ২টো ছোটো ব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

চিঁড়ে খেলে নাকি মানুষ চেনা যায়, জীবনে শুনিনি মমতা

কলকাতা,৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):‘ এই কর্মীরা বাংলাদেশের নাগরিক বলে আমার সন্দেহ হয় উ শুধু পোহা (চিঁড়ে)-ই খেয়ে যাচ্ছিল ”কিছুদিন আগে এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় উ সোমবার নবান্ন থেকে কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের সেই মন্তব্যকে টেনে এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উ

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একটা রঙে দেশ চলে না উ দেশে কে চিঁড়ে খাবেন, সেটা কি বিজেপি ঠিক করবে! চিঁড়ে খেলে নাকি মানুষ চেনা যায়, জীবনে শুনিনি উ পোশাক দেখেও নাকি চেনা যায়, শুনিনি এ সব উ এ জিনিস কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের মাটিতে ভাগাভাগি হবে না উ আমরা ক্রীতদাস নই, ভারতের নাগরিক’ উ এরপরই বিজেপির অভিনন্দন যাত্রাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওটা কেন অভিনন্দন যাত্রা করছে? ওটা আসলে বিসর্জন যাত্রা”

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেন কিছু অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ। সোমবার কলকাতার বণিকসভার আলোচনায় তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

এ দিন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) এই আলোচনায় টেকনো-লিগাল এবং নীতি বিশেষজ্ঞ বিজয় সাদানা বলেন, ফলনের তুলনায় মোবাইল ফোন ও প্রযুক্তির ওপর বাজেটে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশে গবাদিপশুর যে পরিমাণ খাবার দরকার, ঘাটতি রয়েছে তার ৬০ শতাংশ। এর আর্থিক পরিমাণ প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার। ফলে ভেজাল এবং কম খাবার খেয়ে রুগ্ন গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়ছে। দেশ মার খাচ্ছে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনশীলতায়। যে কোনও রাষ্ট্রে খাদ্যের অভাব থাকলে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আসে না। প্রধানমন্ত্রী অদূর ভবিষ্যতে কৃষকের আয় দ্বিগুন করার কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আশার আলো খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বণিকসভার আরও সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বিজয়বাবু। এই সঙ্গে স্বীকার করেন, ‘নিউ ইকোনমি-র ভাবনা বাজেটের একটা ইতিবাচক দিলউ

এমসিসিআই-এর সভাপতি বিনোদ গুপ্তা বলেন, আমদানিশুল্ক বৃদ্ধির জন্য চাপ পড়বে অনেক ব্যবসায়ীর। বিনিয়োগের সঙ্গে কর্মসংস্থানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। এদিক থেকেও আশাব্যঞ্জক উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এনকে পোদ্দার বলেন, যাঁরা অর্থ বিল তৈয়ি করেছেন মনে হচ্ছে তাঁরা বিভ্রান্ত। কয়েক বছর ধরে ডিভিডেন্ডের ওপর কর ধার্য নিয়ে বিভিন্ন মহলের আপত্তি উঠেছে। এবারের বাজেটে বিষয়টি সুবিচার পায়নি। শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কর নেওয়ার অর্থ ডাবল ট্যাক্সেশন। সরকারের টাকা দরকার বলে এটা করতে পারে না।

কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের বরিষ্ঠ অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ শিকদার বলেন, “বাজেটে ডিপোজিট ইনসিওরেন্সের সীমাবৃদ্ধি, পরিবর্ত আয়করের হার এগুলো অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। জিএসটির সরলিকরণ, কোম্পানি করের সুযোগ, সারে ভরতুকি এগুলিও বেশ ভাল পদক্ষেপ। ‘স্কিল ইন্ডিয়া’, ‘নিউ ইকোনমি’ প্রভৃতির জন্যও দেশের অর্থনীতির ভাল অবস্থা হতে পারে। ‘নিউ ইকোনমি’ এখন থেকে অনুসরণ না করলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে ভারত ছিটকে যাবে।”

এ দিন বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এমসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ কোঠারি। ধন্যবাদ জানান, এমসিসিআই-এর প্রত্যক্ষ কর-বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ আগরওয়াল।

দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয় : ভেঙ্কাইয়া নাইডু

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। তাই ভারত তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও বাহ্যিক হস্তক্ষেপ গ্রহণ করবে না বলে স্পষ্ট করছেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। সোমবার উপরাষ্ট্রপতির বাসভবনে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত কৌটিল্য ফেলোশিপ প্রোগ্রামে (কেএফপি) অংশ নেওয়া প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ওই এলাকাকে উন্নয়নের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা।সন্ত্রাসবাদ গোটা মানব সমাজের কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদীদের কোন ধর্ম নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন। দেশের বিদেশ নীতি ও জননীতি নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন, ভারত গোটা বিশ্বকে একটি পরিবার হিসাবে মনে করে। আর এই কারণে ভারত কখনই কোনও দেশে আগে আক্রমণ করেনি। ভারত সবসময় তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। নাইডু বলেন, দেশের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও, ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। তিনি আরও বলেন, সংস্কারের ধারাবাহিকতা যদি একই গতিতে অব্যাহত থাকে তবে এটি তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ভেঙ্কাইয়া বলেন, কৌটিল্য ফেলোশিপ আমাদের ভৌগোলিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বিদেশনীতির উদ্দেশ্য এবং দেশের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে অধ্যয়নের সুযোগ দেবে। কৌটিল্য, যার নামে এই ফেলোশিপ শুরু হয়েছে, তিনি ৮০০০ শ্লোকের 'আর্থশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন।যার মধ্যে কূটনীতির ১৮০ টি দিক নিয়ে আলোচনা করা আজও প্রাসঙ্গিক। এই অনুষ্ঠানে উপাচার্য অ্যাডমিরাল শেখর সিনহা, ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রাম মাধব, পরিচালন কমিটির সদস্য এবং কৌটিল্য ফেলোশিপ প্রোগ্রামের শতাধিক অংশগ্রহণকারীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

করিমগঞ্জের হাতিখিরা বাগানের আট নম্বর সেকশনে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই শ্রমিকের বসতঘর

পাথারকান্দি (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত হাতিখিরা চা বাগানের আট নম্বর সেকশনে জনৈক শ্রমিকের বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সোমবার সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে আট নম্বর সেকশনের ওড়িয়া লাইনের বাসিন্দা চা শ্রমিক জনৈক মহিম তাঁতির কাঁচা বসতঘর ছাই হয়ে গেলেও এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে আচমকা মহিম তাঁতিদের ঘরে আগুন লাগে। তখন ঘরে ছিলেন না মহিম। তবে ঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল তাঁর কিশোরী মেয়ে। সৌভাগ্যবলে আগুন দেখে সে বাইরে ছুটে বেরিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা আগুন নেভাতে ছুটে এলেও কিছুই করতে পারেননি তাঁরা। চোখের নিমেষে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের গোটা ঘর ভস্ম করে দিয়েছে। জ্বলে ছাই হয়ে গেছে মহিম তাঁতিদের ঘরের আসবাবপত্র ও খাদ্য সামগ্রী। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাতিখিরা গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি গোলাপচাঁদ কানুর দাবি, আগুনে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মহিম তাঁতির। তিনি আরও জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পাথারকান্দি তথা স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সর্বহারা পরিবারের জন্য নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মহিম তাঁতির পরিবার যাতে প্রধানমন্ত্রী গৃহ আবাসের একটি ঘর পায় সে ব্যবস্থাও করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পঞ্চায়েত সভাপতি কানু।

শুধু উস্কানি দিয়েই ফায়দা লোটার চেষ্টা ওদের:মমতা

কলকাতা,৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): ”বিজেপি মানুষের পাশে নেই, শুধু উস্কানি দিয়েই ফায়দা লোটার চেষ্টা ওদের উ ”প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পরই নবান্ন থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উ

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মাটিতে থাকি উ এখানে বিভাজন চলে না। সবাই সমান উ কিন্তু ওরা আসলে দেশকে বিভাজিতই করতে চায় উ বিজেপি মানুষের পাশে নেই, শুধু উস্কানি দিয়েই ফায়দা লোটার চেষ্টা ওদের উ উ সবাইকে সন্ত্রাসবাদী বলে দিচ্ছে ওরা উ এটা কোন দেশে হয়, সবাই সন্ত্রাসবাদী, ওরা তাহলে কীউ আমরা ক্রীতদাস নই, ভারতের নাগরিক’”উ

মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য বাজেট নিয়ে প্রস্তাব পাশ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য বাজেট নিয়ে প্রস্তাব পাশ হল। রাজ্যপালের ভাষণও পাশ হয়ে গিয়েছে। সেই ভাষণ এবার রাজভবনে পৌঁছে যাবে। রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ হবে আগামী ১০ তারিখ। সেই নিয়েই এদিন প্রস্তাব পাশ করা হয়।

এদিন নবান্ন থেকে বেরোবার সময় সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী এই কথা জানান।

এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাজেটকে একটা বড় গোল্লা বলে মন্তব্য করেন। নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে তুলোধনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘কেন্দ্রীয় বাজেট একেবারে জিরো। একটা বড় গোল্লা। যে মিথ্যে ভাষণ ওঁরা সারাদিন ধরে দেয়, সেটাই পড়েছে।” এদিকে, ওয়াকিবহাল মহলের মতে রাজ্যের বাজেট নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে ফের সংঘাত লাগতে চলেছে রাজ্যের। কারণ, রাজ্যপাল এদিন যে টুইট করেছেন, তাতে ৭ তারিখ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। ফলে ৮ তারিখ, শনিবার বাজেট পেশ হতেই পারে। যদিও রাজ্য চাইছে সোমবার তা পেশ করতে।

শুক্রবার আয়োজিত স্টেট ল্যাবেল এক্সিবিউশন ও প্রোজাক্ট কম্পিটিউশন এর অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

উষরমুক্তি প্রকল্পে জেলা প্রথম স্বনির্ভরগোষ্ঠীকে মুড়িভাজার মেশিন, কাঁকসায় মুড়ি ভেজে স্বনির্ভরতার আশা দেখছে মহিলারা

দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মেশিনে মুড়ি ভেজে মহিলাদের স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছে ''উষরমুক্তি'' প্রকল্প। স্বাদ হাতেভাজা মুড়িরই থাকবে। খড়গপুর আইআইআটির নকশা দেওয়া পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসায় প্রথম মুড়িভাজার মেশিন বসানো হয় ওই প্রকল্পে। আর ওই মেশিনে মুড়ি, খই ভেজে স্বনির্ভর্তার আশা দেখছে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুরের মহিলারা।

কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুরের ইজ্জতগঞ্জ উমা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ''উষরমুক্তি'' প্রকল্পে প্রথম মুড়িভাজা মেশিনটি দেওয়া হয়। ওই গোষ্ঠীর সদস্য কমলা বিশ্বাসের বাড়ীতে মেশিনটি বসানো হয়। কয়েক মাস আগেই উদ্বোধন করেন কাঁকসার বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন উষরমুক্তি প্রকল্পের আধিকারিক সত্যনারায়ন সর্দার। প্রশ্ন, কি আছে ওই মেশিনে? উষরমুক্তি প্রকল্পের আধিকারিক সত্যনারায়নবাবু জানান,' একটি বড় হাড়ি। যেটা মোটর কিম্বা হাত দিয়ে ঘোরানো স্বম্ভব। তার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে চুল্লী করে বসাতে হবে। চুল্লীতে থাকা ঘুর্নিয়মান হাড়িতে মিহি বালি দেওয়া থাকবে। বালি তপ্ত হলে সেখানি নুন মাখানো শুকনো চাল দেওয়ার ১০-১২ সেকেন্ডে মুড়ি তৈরী হবে।' তিনি আরও জানান,' মেশিনটি সবমিলিয়ে ৩০ হাজার টাকা খরচ পড়বে। মুড়ি, খই, চিড়ে, ছোলা, ভুট্টা, বাদাম, মটর সবই ভাজা যাবে। একবারে ১৫০ গ্রাম চাল ১০-১২ সেকেন্ডে মুড়ি তৈরী হবে। এবং খরচ খুবই কম।' তিনি বলেন, ' বিদ্যুৎচালিত মোটর ব্যাবহার করলে, দেড় টাকা ঘন্টায় বিদ্যুৎ খরচ হবে। ২০ কেজি চালে ৬ কেজি কাঠের জ্বালানি লাগবে। কেজিতে ৯০০ গ্রাম মুড়ি তৈরী হবে। খরচ বাদ দিয়ে ১০-১২ টাকা বাঁচবে ১ কেজি চালে। এবং এই মেশিনে হাতেভাজা মুড়ির স্বাদই বজায় থাকবে।' কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন,' মুড়ি সকলের বাড়ীতে কমবেশী লাগে। সব এলাকাতেই মুড়ির চাহিদা থাকেই। স্বনির্ভর দলের মহিলারা এই মেশিনে সহজে মুড়ি ভেজে রোজগার করতে পারবে।' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য কমলা বিশ্বাস জানান,'দুপুরে খাওয়ার পর সকলে মিলে মুড়ি ভাজা শুরু করি। দৈনিক ২০-২৫ কেজি চালের মুড়ি ভাজা হয়। তারপর ওই মুড়ি প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়।

জনগণ

● প্রথম পাতার পর

যে বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করা হচ্ছে তার গা ঘেঁষেই নারায়ণপুর এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা। গ্রামের যাতায়াতের জন্য যে রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের বড় যানবাহন যাতায়াত করতে পারবে না। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে আসতেই তারা সংঘবদ্ধভাবে কাজে বাধার সৃষ্টি করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে ছুটে যান। গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা। আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে নির্মাণ সংস্থার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন ওই এলাকার জনগণ। নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি মোহনপুরের মহকুমা প্রশাসনকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ এবং নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সেই খবরের ভিত্তিতে মোহনপুরের ডিসিএম মানিক চাকমা সহ অন্যান্যরা ছুটে আসেন। যারা নির্মাণ কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেন ডিসিএম। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি গ্রামবাসী। সে কারণেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ সরকারের সঙ্গে তারা কথা বলবেন বলে জানান। সেই কারণে কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে। আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাজ শীঘ্রই সম্পূর্ণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উড়ান পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। কাজ যখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে ঠিক সেই সময়ে রাস্তা তৈরি নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ায় কাজ থমকে পড়েছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

আবুদল শুক্কুরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ওসি জয়ন্ত দাসের অনুরোধে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করে দেন স্থানীয়রা। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চোরাইবাড়ি থানায় আবদুল শুকুরের পরিবারের তরফ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে ঘটনা সম্পর্কে জয়নগর চাঁদপুর হরিনাম সংকীর্তন কমিটির সদস্যদের প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে তাঁরা জানান, হরিনাম সংকীর্তন কমিটির সদস্যরা জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে গাড়ি থেকে চাঁদা তুলছেন ঠিকই, তবে কোনও জুলুমবাজি করা হচ্ছে না। তাঁদের পাল্টা অভিযোগ, আজ সকালবেলা অটো চালক আবদুল শুক্কুর যখন অটো নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে দাঁড় করিয়ে চাঁদা চাইলে সে চাঁদা দেবে না বলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সে কমিটির এক সদস্য কৃষ্ণ দাস (২৮)-এর সঙ্গে বিনা প্ররোচনায় বচসায় লিপ্ত হয়। এক সময় সে-ই (আবদুল) কৃষ্ণ দাসের ওপর হামলাও চালিয়ে বলে। বর্তমানে কৃষ্ণ দাসও শনিছড়া প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অটো চালককে কমিটির অন্যরা গালমন্দ করলেও কেউ তার ওপর হাত তুলেননি। ঘটনাকে রং দিতে সে তিলকে তাল করে আহত হওয়ার নাটক করেছে, বলে কমিটির সদস্যরা।

জরুরী পরিষেবা

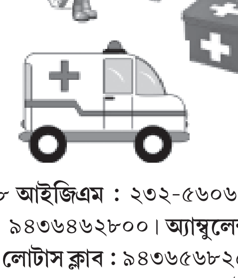

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিকল্পনা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ওই মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শূণ্য পদের নিয়োগ পক্রিয়া শুরু না হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১৩০০০ অশিক্ষক পদ বাতিল হয়ে যায়। ফলে, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পূণর্বাসনের কোনও পথ খোলা ছিল না।

কিন্তু, ওই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে তা ইতিমধ্যেই আঁচ করতে পেড়েছে রাজ্য সরকার। সম্ভবত, আগামী ৩১ মার্চের পর রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার তাগিদই ওই শূণ্যপদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সভায় আক্ষেপ করে বলেছেন, ৪০ জনের উপর এডহক শিক্ষক দুশ্চিন্তায় প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ

● প্রথম পাতার পর

ওই ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা করা হবে।

ডা. দেববর্মার কথায়, করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা এবং এর শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষিত রাখা খুবই জরুরি। তাই, মাস্ক কিনেছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি বলেন, আপাতত আগরতলা বিমানবন্দর, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট এবং জিবি হাসপাতালের করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ওই মাস্ক বিতরণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সারা রাজ্যে ওই মাস্ক বিতরণ করা হতে পারে। তাঁর দাবি, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে যাত্রীদের ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাছাড়া, বিমানবন্দরেও যাত্রীদের পরীক্ষা করার বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে ত্রিপুরায় এখনও ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবুও, প্রয়োজনীয় সতর্কতা যে কোনও বিপদ এড়াতে সহায়ক হবে। তাঁর দাবি, জিবি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, আগামীকাল প্রি-প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে প্রশিক্ষণের পর স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা ভাইরাস নিয়ে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও দক্ষ হয়ে উঠবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডা. রাধা দেববর্মা আরও জানিয়েছেন, দামছড়ায় ত্রিপুর-মিজোরাম সীমান্তে স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, চুড়াইবাড়ি ত্রিপুরা-অসম সীমান্ত এবং সোনামুড়ায় শ্রীমন্তপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেখানেও স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, চীন সফর সেরে ত্রিপুরায় ফিরেছেন এক ব্যক্তি। তাই, তাকে সন্দেহজনক আক্রান্তের তালিকায় রাখা হয়েছে। অবশ্য, করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের কোন লক্ষণ তার মধ্যে পাওয়া যায়নি। কিন্তু, তাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সাথে, যে কোন সমস্যা হলে স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

টাকা হারিয়েছিলেন এক ব্যাঙ্ক কর্মী। থানায় মামলা হলেও পুলিশ তেমনভাবে সাফল্যের মুখ দেখেনি। অনুরূপভাবে কিল্লা থানা, বীরগঞ্জ থানা এবং তৈদু থানাতেও টাকা লুটের মামলা হয়েছিল।

এই অবস্থায় অভিযুক্ত দুষ্কৃতিদের জালে তুলতে উদ্যোগ নেন কিল্লা থানার ওসি। একাধিক তথ্য জড়ো করেন তিনি। সে মোতাবেক গত কয়েকদিন ধরে পুলিশ লাগাতর অভিযান চালায় গর্জির কৃষ্ণভক্তপাড়া, কিল্লার কাছিগা, উদয়পুর রাজারবাগ, তৈদু, মুঙ্গিয়াকামী সহ বিভিন্ন জায়গায়। তাতেই পুলিশের হাতে আসে বিশেষ সাফল্য। লাগাতর অভিযানে পুলিশ একে একে গ্রেপ্তার করে মোট ৬ জন দুষ্কৃতিকে। ধৃত এই ৬ জন অভিযুক্ত হচ্ছে গর্জির কৃষ্ণভক্তপাড়ার ব্রজ কুমার জমাতিয়া, কিল্লার স্বাধীনভক্ত জমাতিয়া, মুঙ্গিয়াকামীর লক্ষ্মী চরণ দেববর্মা, তৈদুর সঞ্জিত দেববর্মা, কিল্লার পুষ্প সাধন জমাতিয়া ও মহারানীর রাজু জমাতিয়া। এরমধ্যে ব্রজকুমার জমাতিয়া বর্তমানে ৫দিনের পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। উদয়পুর রাজারবাগ এলাকা থেকে রবিবার গ্রেপ্তার হয় স্বাধীন ভক্ত জমাতিয়াকে।

পাশাপাশি বাদল জমাতিয়া নামে আরো এক সন্দেহভাজনকেও গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় পুলিশ। সোমবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার লাকি চৌহান সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান। তিনি আরও জানান ছিনতাই হওয়া টাকার বেশিরভাগ ছিনতাইকারিরা খরচ করে ফেলেছে। তিনি আরও জানান ছিনতাইকারিদের জালে তোলার জন্য গঠন করা হয়েছিল বিশেষ টিম। কাজে লাগানো হয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ ও প্রযুক্তিকে। ফলে রবিবার ও সোমবার অভিযান চালিয়ে সফলতা এসেছে।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই ঘটনার সাথে বাকি করা যুক্ত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলেও জানান গোমতী জেলা পুলিশ সুপার। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ধৃতরা সকলে কুখ্যাত ছিনতাইবাজ। একাধিক ছিনতাইর ঘটনার সাথে তারা যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এখন দেখার পুলিশের তদন্তে আর কি কি তথ্য প্রকাশ্যে আসে।

বাড়িতে পার্থ

আটের পাতার পর

পুজোকে কেন্দ্র করে হয়েছেঊপটকা ফুটলেই লোকে ভয় পায় ঊ পুলিশকে বলেছি ঊপ্রশাসনকে বলেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মূল অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে হবে ঊ না হলে আমি থানায় থাকবোঊবেহালায় কোনও বোমা বাজি হতে দেব না'

গুরুতর দুই

আটের পাতার পর

হবার পর প্রায় ২০ খানা ছেটবড় দুর্ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে কয়েকজন নিহতও হয়েছেন।

এদিকে, আবারো যান দুর্ঘটনা রাজধানী লাগোয়া শালবাগান এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার রাতে এনসিসি থানার অন্তর্গত শালবাগান এলাকায় রাস্তার পাশে দাড় করানো অবস্থায় ছিল টিআর-০৩বি-০৩৬৭ নাম্বারের একটি মারুতি ভ্যান। গাড়িটিতে কেউই ছিল না। তখন টিআর-০১বিবি-০৩১৩ নাম্বারের একটি মারুতি সুজুকি সুইফট গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে রাস্তার পাশে দাড় করানো মারুতি ভ্যানের পিছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মারুতি সুজুকি সুইফট গাড়িটি ঘটনাস্থলে উল্টে যায়। আহত হয় গাড়ির চালক। সাথে সাথে তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাঁসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় মারুতি সুজুকি সুইফট গাড়ির চালককে। সোমবার সকলে ঘটনার খবর পেয়ে এনসিসি থানার এস.আই দিপাঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুইটিকে ঘটনাস্থল থেকে থানায় নিয়ে আসে।

১০০ দিনের কাজের দাবীতে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কাঁকসা বিডিও অফিসে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ফের পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে। ১০০ দিনের কাজের দাবীতে কাঁকসা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর। মৌখিক অভিযোগ বিডির কাছে। সোমবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দুর্নীতি করতে পারছে না, তাই কাজ করাতে ব্যার্থ বলে কটাক্ষ বিজেপির। যদিও কেন্দ্রের বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদ বলে সাফাই তৃণমূলের।

ঘটনায় জানা গেছে, সোমবার দুপুরে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের প্রৈরাগপুর এলাকার কিছু তৃণমূলকর্মী এলাকার লোকজন নিয়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীরা জানান,' এলাকায় গত ১০ মাস কোনরকম ১০০ দিনের কাজ হয়নি। তাই কাজের দাবী জানাতে বিডিওর কাছে আবেদন রাখা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতটি তৃণমূল দখল করে। অতীতে নানান সরকারি প্রকল্পের কাজ নিয়ে ওই এলাকার তৃণমূলের কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েত প্রধান সাহিনা বেগম বলেন,' ১০০ দিনের কাজের যেসমস্ত স্কীম এসেছে তাতে মাটি কেটে পুকুর খনন, গাছ লাগানো রয়েছে। ওই এলাকায় কাজের জন্য বহুবার জায়গা দেওয়ার আবেদন করেছি। কিন্তু সেরকম কোন জায়গা না দিতে পারায় কাজ হয়নি। তবে পঞ্চায়েতের অন্য এলাকা গুলিতে ভাল কাজ হচ্ছে। ওই এলাকাতেও কাজ হবে।' তিনি আরও জানান,' পঞ্চায়েতে কোনদিন আবেদন তারা জানায়নি। দলের পতকা নিয়ে কিভাবে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন বিষয়টি দলের শীর্ষনেতৃত্বকে জানানো হবে।' স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান,' ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি করতে পারছে না। তাই কাজও করাতে পারছে না। রিগিং করে ক্ষমতায় এসে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে এটা তারই প্রমান।' যদিও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,' ১০০ দিনের কাজে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। গরিব মানুষ কাজ পাচ্ছিল সেটা চায় না কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত মানুষ মেনে নিচ্ছে না তাই এই প্রতিবাদ।'

ফের সুপ্রিম

● প্রথম পাতার পর

রায় মানতে বাধ্য। পাশাপাশি, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছিল এই রায়ের রিভিউ করার ব্যাপারে এখন আর কোনও এক্তিয়ার নেই মামলাকারীদের।

আজ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ সাহা নয়াদিল্লি থেকে টেলিফোনে হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানিয়েছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেছিলাম। কিন্তু, শীতকালীন অবসর এবং বিচারপতির ছুটিতে থাকায় ওই আবেদনের শুনানি পিছিয়েছে। তিনি বলেন, আজ বিচারপতি ইউ ইউ ললিত এবং বিনিত শরণের ডিভিশন বেঞ্চে ওই আবেদন গ্রহণের উপর আংশিক শুনানি হয়েছে। আগামী শুক্রবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই দলের অনুগত হয়েও শিক্ষক কর্মচারীরা জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে পছন্দ মত বদলির সুযোগ নিতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সমস্ত বিষয় গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন এবং রাজ্যের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় বিজেপি বিধায়কদের সহযোগিতা চেয়েছেন।

এলআইসির

● প্রথম পাতার পর

শামিল হয়ে এলআইসির স্থানীয় কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আরও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত এলআইসিকে বেসরকারি করণের প্রাথমিক পর্যায় বলে তারা উল্লেখ করেন। এ ধরনের সিদ্ধান্তকে তারা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কুনজর পড়েছে এলআইসির উপর। তারা চাইছে এলআইসির সম্পদ লুটেপুটে খেতে। কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের তোষণ করে চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন এলআইসি কর্মকর্তারা। সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার এই লাভজনক সংস্থার শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবিলম্বে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এলআইসির ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই গোটা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কোন পথ অবলম্বন করে।

অগ্নিকান্ড

● প্রথম পাতার পর

করে আরো একটি ইঞ্জিন আনা হয়। কিন্তু তাতেও আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে বনের কুঞ্জ থেকে আগুন ঘরে দিকে ছড়াতে থাকে। তরিঘড়ি খবর যায় কুঞ্জবন ও আগরতলা ফায়ার ষ্টেশনে। সেখান থেকেও ছুটে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জীন। অবশেষে দমকলের চারটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন ব্যপকতা লাভ করলে ব্যপক ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এদিনের অগ্নি কান্ডে অল্পেতে রক্ষা পায় বসত ঘর। ঘরের একাংশ ছাউনি পুড়ে যায়। এদিকে আগুনের নষ্ট হয় বনের কুঞ্জি। প্রায় ৮০ হাজার টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে জানান বাড়ির মালিক পবিত্র রায়। তাঁর মতে অগ্নিকান্ডের জন্য দায়ি বাইরে থেকে গাড়ি করে গোবর নিতে আশারা। তাদের বারন করা যত্বেও তারা এই স্থানে দাড়িয়ে ধূমপান করেন। আর সেই ধূমপানের ফলেই এই আগুনের সূত্রপাত বলে তাঁর অনুমান।

চিন্ময়ানন্দের জামিন

তিনের পাতার পর

এই অভিযোগ ও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা যুবতীর ভিডিওটি দেখে বিষয়টির নিন্দা করেন সবাই। নড়চড়ে বসে উত্তরপ্রদেশে প্রশাসন। গত ২০ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তারপর থেকে এতদিন জেলেই ছিলেন তিনি। অন্যদিকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করার অভিযোগ জেলে পাঠানো হয় ওই নির্যাতিতাকে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয় যুবতী ছাত্রীর তিন বন্ধুও। যুবতীটিকে দিয়ে চিন্ময়ানন্দের শরীর ম্যাসাজ করানোর কিছু ভিডিও প্রকাশ্যে আনার হুমকি দিয়ে তারা টাকা চাইছিল বলে অভিযোগ। যদিও একথা অস্বীকার করে ওই যুবতী ও তাঁর বন্ধুরা। উলটে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগে চিন্ময়ানন্দ তাঁদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি করে।

যাদবপুরে পড়ুয়াদের দুটি পৃথক মিছিল

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সিএএ, এনপিআর এবং এনআরসি-র প্রতিবাদে সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দুটি পৃথক মিছিল বার হয়ঊ দুটি মিছিলই ছিল মূলত বামপন্থীদেরঊ তবে, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের সমর্থকরাও বিভক্ত হয়ে যায় এই দুই মিছিলেঊ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর নানা রাস্তা ঘুরে বাইরে রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের একাংশ পরিক্রমা করেঊ

একটি মিছিলের নেতৃত্বে ছিল এসএফআই বিরোধী ছাত্র সংগঠন ফ্যাস। সদ্য এসএফআই ছেড়ে বেরিয়ে আসা পড়ুয়ারা মাইল তৈরি করেছে ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ইউনিটি বা ডিএসইউ। তাদের বক্তব্য, "আমরা টিএমসিপি-র বিরোধিতার কথা বললেও, দলীয় ব্যানার-পতাকা ফেলে এই বৈঠকে যদি তৃণমূল সমর্থক হিসেবে কোনও পড়ুয়া যোগ দিতে চান, তাতেও আপত্তি কোথায়?"

অন্যদিকে, এসএফআই নেতা দেবরাজ দেবনাথের পাল্টা বক্তব্য, 'দেশের এই ফ্যাসিস্ট শক্তির জমানায় এমন জোট আসলে ফ্যাসিস্টদের হাত শক্ত করবে। ওরা ভুল সংশোধন করুক। আমরা এবিভিপি এবং টিএমসিপির বিরুদ্ধে মূল লড়াই লড়ব।'

ভারতের সংস্কৃতির প্রতীক জয় শ্রী রাম ধ্বনি, দাবি পারভেশের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জয় শ্রী রাম বলাটা কোনও ধর্মীয় প্রতীক নয়। এই জয়ধ্বনি ভারতের সংস্কৃতির প্রতীক বলে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ পারভেশ সাহেব সিং বর্মা। পাশাপাশি বিরোধীরা যে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছেন তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

পারবেশ সাহেব সিং বর্মার দাবি সংবিধানের আসল দলিলে ভগবান রাম, কৃষ্ণ, হনুমানের ছবি রয়েছে। তাঁর আরও দাবি মোদী সরকার সময় মতো কাজ করে বহু সমস্যার সমাধান করেছে। পাশাপাশি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও যে বিজেপি সরকার জিতবে এবং নরেন্দ্র মোদী ফের প্রধানমন্ত্রী হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির নেতাদের জয় শ্রী রাম ধ্বনি দেওয়ার আহ্বান করে তিনি দাবি করেছেন যে জয় শ্রী রাম বললে সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। জয় শ্রী রাম ধর্মীয় ধ্বনি নয়,তা ভারতের সংস্কৃতির প্রতীক।

মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভাযাত্রা বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শ্রী শ্যাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহিলাদের মঙ্গলঘট সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শতাধিক মহিলা মঙ্গলঘটের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহন করেন।ব্যপারীহাট সিত শ্যাম মন্দির থেকে মিছিল শুরু হয়, নূতনগঞ্জ, রাসতলা, রানীগঞ্জ মোড়, হরেশ্বর মেলা, কুচকুচিয়া হয়ে মেহেন্দি বাগানে নবনির্মিত মন্দিরে সমাপ্ত হয়।এই দিনই মন্দিরে """ খাটু """ বাবার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রী শ্যাম মহোৎসব সেবা সমিতির উদ্যোগে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রা ছাড়াও সাত দিন বাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানের ভজন মন্ডলীপ্রত্যহ সন্ধ্যায় ভজন পরিবেশন করবেন।এছাড়াও প্রতিদিন বিশেষ পূজা পাঠের ও হোন যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে।

সাসপেন্ডেড ডিএসপি দেবেন্দর সিংয়ের বাসভবনে তল্লাশি এনআইএ-র

জম্মু, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ধরা পড়া সাসপেন্ডেড ডিএসপি দেবেন্দর সিংয়ের বাসভবনে তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। সোমবার ত্রালে তার বাসভবনে এই অভিযান চালায় এনআইএ। এর পাশাপাশি এনআইএয়ের দল হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি ওমর ধোবি ও পলাতক জঙ্গি ফারুক ঠোকরের বাড়িও অভিযান চালানো হয়েছে। এনআইএ এর আগে সোপিয়ান ও কুলগমের পাঁচটি জায়গায় রবিবার জৈনপোড়া, ইমাম সাহেব ও মান্দেরা এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। এসময় পঞ্চায়েত প্রধান ও সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগীর বাসভবনেও চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়।

তিন

● প্রথম পাতার পর

বলেন, নিগোশিয়েশন বাণিজ্যের সাথে তারা জড়িত কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে, তদন্তে তা প্রমাণিত হলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যেয়ম জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে ওই অফিসগুলিতে দরপত্র আহ্বান করা কেউ হস্তক্ষেপের সাহস জুগাতে পারবেন না, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে আসে। সোমবার এই নাইজেরিয়ান যুবককে ধলাই জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। এক সাক্ষাৎকারে আমবাসা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি প্রদীপ দাস এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

জিবিতে

● প্রথম পাতার পর

দ্বিমতও রয়েছে। সেবামূলক কাজে নিয়োজিত নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা মুর্মুষ রোগীদের পরামর্শ দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
PNIe-T- No : 10/EE/DIV-II/AMC/2019-2020 Dated : 01/02/2020

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1.	Improvement of road by brick soling and earth filling from the H.O Kailash Roy to H.O Napal Biswas at Gowalabasti, Under ward n.04, AMC 2nd call. DNIeT No. 19/DIV-II/AMC/2019	Rs. 4,82,126.00	Rs. 4,821.00	60(Sixty) days
2.	Improvement of road by paver block and construction of drain at different places under ward no. 05, 2nd call. DNIeT No. 12/DIV-II/AMC/2019	Rs. 5,82,523.00	Rs. 5,825.00	90(Ninety) days
3.	Imp. of road by brick soling from the H.O Sri. Sankar Dey to H.O Sri. Hemendra Debnath at Noagoan Krishna Nagar and Imp of road by paver block from the H.O Sri. Chandan Debbarma to H.O Sri. Arun Ghosh at Ramkrishna Palli, W-07, 2nd Call. DNIeT No. 14/DIV-II/AMC/2019	Rs. 3,43,005.00	Rs. 3,430.00	30(Thirty) days
4.	Imp. of gali road by paver block and maintenance of drain covered with RCC slab from the H.O Sri. Swapan Bhattacharjee to H.O Sri. Sanjib Debbarma to H.O Sri Sukanya Chakma via H.O Dr. Naresh Tripura at Ujan Abhoynagar, W-11. DNIeT No. 33/DIV-II/AMC/2019	Rs. 6,14,546.00	Rs. 6,145.00	60(Sixty) days

Last date and time for document downloading /bidding : 20/02/2020 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

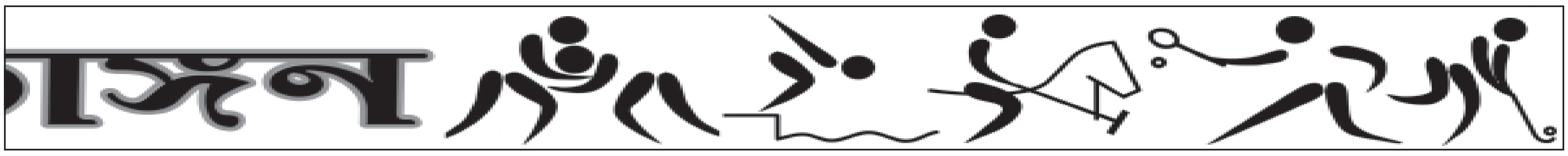

চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেলেন রোহিত, দল এলেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সিরিজের মাঝপথে চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটার রোহিত শর্মা। তার জায়গায় জাতীয় দলে ঢুকলেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিন ও টেস্ট দল থেকে নেই রোহিত শর্মা। তাঁর জায়গায় দলে এলেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরুর আগে বড়সড় ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া। চোটের জন্য গোটা সফর থেকেই ছিটকে গেলেন দলের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কিউয়িদের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০তে ব্যাটিং করার সময় চোট পান তিনি। তার জেরেই একদিন এবং টেস্ট দুই সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার 'হিটম্যান'। রবিবার পঞ্চম টি-২০তে রোহিত ওপেনিংয়ের পরিবর্তে ব্যাট করতে আসেন তিন নম্বরে। ব্যাটিং করার সময় ম্যাচের ১৭তম ওভারে কাফ মাসলে চোট পান হিটম্যান। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ছুটে আসেন ভারতীয় দলের ফিজিও। ৪১ বলে ৬০ রান করে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। তারপর আর নামেননি রোহিত। নিউজিল্যান্ডের কঠিন সফরে রোহিতের না থাকাটা একদিনের এবং টেস্ট সিরিজে ভোগাতে পারে ভারতকে। তাছাড়া, টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়াটা ব্যক্তিগতভাবে রোহিতের জন্যও ধাক্কা।

ঢাকার ফুটবলও দেখছে যে নতুন আইন

চতুর্থ রেফারি খেলোয়াড় বদল করতে বোর্ড উঁচিয়ে ধরলেন। মাঠ থেকে যিনি বেরোবেন, তিনি চতুর্থ রেফারির পাশ দিয়ে চলে এলেন বাইরে। অনেক সময় খেলোয়াড়টি সময় নষ্ট করেন দলের কৌশল হিসেবে। কিন্তু এখন আর মাঠে এক প্রান্ত থেকে সময় নষ্ট করে টেকনিক্যাল অঞ্চল দিয়ে বাইরে আসার প্রয়োজন নেই। খেলোয়াড়টি যেখানে আছেন সবচেয়ে কাছের পার্শরেখা বা গোল লাইন দিয়ে দ্রুত বাইরে চলে যাবেন। এতে সময়ের অপচয় ও খেলার গতি কমিয়ে দেওয়ার কৌশল কিছুটা হলে বন্ধ হবে। এই নিয়ম না মানলে রেফারি সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে রেফারি কার্ড দেখাবেন।

রেফারিদের হাতে আরও অনেক ক্ষমতা দিয়ে ফুটবল আইনের অনেক কিছুই বদল করেছে ফিফা। ফুটবল ম্যাচে ১৭ আইনের মধ্যে ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৬ ধারায় এসেছে উল্লেখযোগ্য বদল। ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড বা আইএফএবি গত এপ্রিলে এই আইন পাশ করেছে। ফিফা জুন থেকে তা কার্যকর করেছে। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন তার অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে ২০ আগস্ট থেকে কার্যকর করতে বলেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন আইন কার্যকর হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া ফেডারেশন কাপ দিয়ে।

নতুন আইনগুলো বেশ চমকপ্রদ। যেমন আগে সাইড বেঞ্চে কোচ-কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করতেন রেফারি, মাঠে বাইরে পাঠাতে পারতেন (ডিসব্যন্ড)। নতুন নিয়মের ৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, অপরাধ বিবেচনায় কর্মকর্তাকে সতর্ক, হলুদ কার্ড, লাল কার্ড দেখানো যাবে। কোচকেও এখন থেকে কার্ড দেখানো হবে। বেঞ্চে কোনো ঘটনা ঘটল কিন্তু রেফারি দেখেননি। সহকারী রেফারি বা চতুর্থ রেফারি তাঁর নজরে আনলে কোচ-কর্মকর্তারা বা খেলোয়াড়কে শাস্তি দেবেন রেফারি। ওদিকে বেঞ্চের খেলোয়াড়কে কার্ড দেখানোর নিয়মটা অপরিবর্তিতই আছে।

ঢাকায় ফেডারেশন কাপ শুরুর আগে ক্লাবগুলোকে ফিফার নতুন আইন সম্পর্কে ধারণা দিতে কর্মশালা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। তাতে সাবেক ফিফা রেফারি ইব্রাহিম নেসার, তৈয়ব হাসান, আজাদ রহমানরা অংশ নিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, নতুন আইনের মাধ্যমে ফিফা ফুটবলকে আরও আকর্ষণীয় করতে চায়।

নতুন আইন বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ফিফা চায় মাঠে একটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে। আগে যেমন ফুটবলাররা যেমন ইচ্ছা হাত মোজা বা ইনার পরতে পারতেন। কিন্তু এখন হাতার রঙের মতো ইনার হতে হবে।

টুর্নামেন্টে বিবিএল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ম্যাক্সওয়েল

মেলবোর্ন, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মেলবোর্ন স্টার্সদের অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে সোমবার বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল) দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে। ম্যাক্সওয়েলের দল প্লে অফের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ফাইনালে ওঠার জন্য সিডনি থান্ডার্সের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে, সিডনি সিক্সার্স ইতিমধ্যে ফাইনালে উঠে গিয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া টুইট করে জানিয়েছে, 'গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বিবিএল কোচদের ভোটের ভিত্তিতে টুর্নামেন্টের বিবিএল দলের অধিনায়ক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। বিবিএলের আটজন কোচ টুর্নামেন্টের প্রথম অফিসিয়াল দল বেছে নিয়েছে মেলবোর্ন স্টারস এবং অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারদের সঙ্গে তিনজন খেলোয়াড়ের প্রতিনিধিত্ব করে। দল নির্বাচন করা কোচদের মধ্যে রয়েছেন জেসন জিলিস্পি (অ্যাডিলেড), ড্যারেন লেহম্যান (ব্রিসবেন হিট), অ্যাডাম গ্রিফিথ (হোবার্ট), মাইকেল ক্লিনজার (মেলবোর্ন রেনেগেডস), ডেভ হাসি (মেলবোর্ন স্টারস), অ্যাডাম ভোজেস (পার্থ সার্চারস), সিডনি সিক্সার্স (সিডনি সিক্সার্স) এবং নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার শেন বন্ড (সিডনি থান্ডার)। টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি সিডনি ক্রিকেট মাঠে।

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites e-tender against press PNIT No 28/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20 dated, 20-01-2020 For "Replacement of existing bailey bridge by RCC Bridge over ThakuraCherra on the road from Jolaibari to Hrishyamukh at Ch. 2.70 Km, sanctioned for implementation under NABARD; (RIDF-XX); Job No TP/COM/23/2014-15 (3rd Call)."

DNIT No : 03/NIT/SE-III/R12019-20

With

- Estimated cost : Rs.1,33,77,998.00
- Earnest Money : Rs.1,33,780.00
- Time of Completion -24 (Twenty Four) months
- Last Date of bidding for bids - 10-02-2020 upto 15.00Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer,
Santirbazar Division, PWD(R&B)
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-2367/19-20

NOTICE

The Government of Tripura is going to appoint State Chief Information Commissioner in the Tripura Information Commission. Details may be downloaded from the Tripura State PORTAL (https://tripura.gov.in) Website. Application may be sent by post addressing to the Under Secretary, General Administration(AR) Department, Government of Tripura, New Capital Complex, Secretariat, Agartala, Tripura, Pin-799010 or through e-mail to gaar.agt-trnic.in so as to reach before 5:30 PM on 18th February,2020.

(M. Rema)
Under Secretary, GA(AR)
Department Government of Tripura

ICA/D-1629/19-20

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

Sl. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	Mahindra Jeep	NIL.	Engine No:- NIL. Chassis No:- NIL.	10.05.2019 at 03:57 PM	Sri Pranab Chandra Sarkar, Fr, A/s FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala) within 25 (twenty rive) days from the date of issue of the notice along with legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte. Issued under my seal and signature of this day on20.02.2020

(K. Debbarm TFC)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Division, Agartala

ICA/D-1635/19-20

The Executive Engineer NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura sealed item rate tender(s) against Press Notice Inviting Tender No:

03/EE/NHD(PWD)/BKR/2019-20, Dated, Baikhora, 27-01-2020.

Name of work:-

1. Hiring of 1 (one) no. Maruti (Omni) Van petrol engine along with driver for official purposes for Office of the Sub-Divisional Officer, NH Sub-Division, PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura.(2nd Call)

DNIT NO.:- 02/EE/NH(PWD)/DIVN/BKR/ 2019-20.

Estimated Cost:- Rs. 1,98,320.00 Earnest Money:- Rs. 1983.00, Time for completion:-148 days, Cost of Tender Document:- Rs. 1,000.00

Last date of receipt of application:- Up to 4.00 PM on 14-02-2020 Last date of dropping of tender:- Up to 3.00 PM on 17-02-2020 Date of opening of tender:- At 3.30 PM on 17-02-2020 (if possible) The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar South Tripura from 11.00 A.M to 4.00 P.M during office hours.

NB: The Notice can also be seen at website: www.tripuranic.in

For and on beh lf of Governor of Tripura
(Er. Rajat Baidya)
Executive Engineer) NH
Division PWD, Baikhora Santirbazar,
South Tripura

ICA/C-2355/19-20

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: PNIe -T-16/EE/RD/BSGD/SPJ/2019 - 20/ 3168
dt. 28.01.2020

The Executive Engineer, RD Bishramganj Division,Bishramganj, Sepahijala Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate Two bid e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20.02.2020 for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND E-BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	AVAILABILITY OF TENDER DOCUMENT	CLASS OF TENDERER
1.	Construction of Common Service Centre (CSCs) at Jatrapur GP under Kathalia RD Block. DNIeT No:-97/KTL/ EE/RD-BSGD/SPJ/2019-20.	Rs 1,80,34,261.00	Rs 1,80,343.00	Rs 2500.00	12(Twelve month) months	Up to 3.00 PM On 20.02.2020	At 3.30 PM on 20.02.2020 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until! the time of bid closing, with option for Re-submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any bidder to attempt•bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted. A Pre-bid meeting will be held at 12.00 Noon of 13.02.2020 in the chamber of the undersigned.

Note:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer RD
Bishramgonj Division Sepohijala District

ICA/C-2361/19-20

জাগরণ 4 February, 2020, Tuesday আগরতলা ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ২০ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বিএসএফের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ০৩ ফেব্রুয়ারি।। শুধুমাত্র সীমান্তরক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে কর্তব্য পালন করা নয়, সীমান্ত এলাকায় জনসংযোগ করে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে নানান কাজ করে যাচ্ছে সীমান্তরক্ষী বহিনীর জওয়ানরা। ধলাই জেলার নালকাটাস্থিত তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের কথা। সোমবার কমলপুর মহকুমারর প্রত্যন্ত লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে সানাইয়া লাল রিয়াং পাড়ায় বিএসএফ তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ান এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। এদিন স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডেন্ট জিয়ার সিং। বিএএফের সিভিক একশন প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবেই এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতেই বিএসএফের এই প্রয়াস বলে এক সাক্ষাৎকারে জানালেন বাহিনীর কমান্ডেন্ড জিয়ার সিং।

কমলপুর মহকুমার পাহাড়ি গ্রাম সানাইয়া রাম রিয়াং পাড়া। গ্রামের রিয়াং উপজাতিরা নানান সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আশে বিশেষ করে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য এর মধ্যে অন্যতম। কমলপুর শহর থেকে ২৭ কিলোমিটার পূর্বে লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই গ্রামটি। ফলে গরীব উপজাতিরা স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য কমলপুর আসা সম্ভব নয়, যার ফলে রিয়াং বস্তিরগ বিএসএফ ক্যাম্পের উপর নির্ভর করেই সেখান থেকে পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে তাদের একপ্রকার বেঁচে থাকতে হচ্ছে। বিএসএফের দেওয়া পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাই ঐ এলাকার উপজাতিদের একমাত্র ভরসা। বিএসএফের দ্বারা আয়োজিত এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার বহু উপজাতিরা বিনামূল্যে ক্যাম্প থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করেন।

এলাকায় বিএসএফের উদ্যোগে এই পরিষেবা পেয়ে খুশি তারাও। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে বাহিনীর অন্যান্য আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেকেন্ড -ইন-কমান্ড হারজিন্দার কুমার সহ বাহিনীর অন্যান্য আধিকারিক ও জওয়ানরা। এদিনের শিবিরে ব্যাটেলিয়ানের চিকিৎসক সহ কমলপুর হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ০৩ ফেব্রুয়ারি।। আবারও সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কে রবিবার রাত ১১ টা নাগাদ মদমত্ত অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর ফলস্বরূপ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত ১ যুবক। দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজে এলাকার লোক বেরিয়ে আসে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। তারা এসে আহত ব্যক্তিকে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে যান। এলাাকবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী মাত্রাতিরিক্ত গতির ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় টিআর-০৮বি-১৫৪০ নাম্বারের মহেন্দ্র জিতো গাড়িটি।

রবিবার রাত প্রায় ১১ টা নাগাদ সাব্রুমের জলেফা আমতলী ব্রিজের সামনে সাব্রুমের দিকে ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে আসার দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহতের নাম কিশোর দেবনাথ। বাড়ি সাব্রুম মহকুমার রাজীব নগর। রবিবার রাতে কর্তব্যরত চিকিৎসক ড. নৃপেন্দ্র রিয়াং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করে উনাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যে উক্ত স্থানে কিছুদিন পরপরই দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু সকলর দুর্ঘটনার পিছনেই চালকদের মদমত্ত অবস্থায় থাকাটা কেমন যেন কমন বিষয় হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যে গাড়ি চালক যদি এভাবে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি ড্রাইভ করে তাহলে যাত্রীদের নিরাপত্তার কি হবে? আবার অনেকেই দোষারোপ করেন ঐ নার্টিং পয়েন্ট যেখানে নতুন রাস্তা তৈরী ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার আগরতলায় জেলা স্তরে কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

শাহিন বাগ রাস্তা বন্ধের মামলায় শুনানি ৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের প্রতিবাদে দিল্লির শাহিন বাগের সড়ক বন্ধের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানি হবে। গত ২৪ জানুয়ারি আইনজীবী অমিত সাহনি প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বেঞ্চে আগে এই বিষয়ে প্রাথমিক শুনানির জন্য উল্লেখ করেছিলেন। তখন প্রধান বিচারপতি মামলাটি মেইনশনিংয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই ভিত্তিতে আইনজীবী অমিত সাহনি একটি আবেদন দায়ের করে বলেন, যানজটের কারণে লোকজনকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে দিল্লি হাইকোর্ট পুলিশকে কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়ার পরিবর্তে এটি দেখার অনুরোধ করে বিষয়টি বন্ধ করে দিয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি হাইকোর্ট পুলিশ ও সরকারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেছিল। সরকারি বিধি এবং আইন অনুসারে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিল। প্রধান বিচারপতি ডিএন প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ জনস্বার্থকে সামনে রেখে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিলেন। এরপরেও ১৭ জানুয়ারি হাইকোর্ট আবার দিল্লি পুলিশকে ট্র্যাফিক সমস্যা খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের প্রতিবাদে দিল্লির শাহীন বাগের সড়ক বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

ফুলবাড়ি জামে মসজিদের ওয়াজ মাহফিল বাতিল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি।। প্রধান অতিথি আসছেন না। তাই বাতিল ওয়াজ মাহফিল। পূর্ব মধ্য ফুলবাড়ী নতুন জামে মসজিদ এলাকার স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ফেব্রুয়ারি ৩ ও ৪ তারিখ। এই ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে সমস্ত রকমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। প্যান্ডেল আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে গোটা গ্রামে ছিল আনন্দের মেজাজ। কিন্তু তারই মধ্যে খবর আসে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামিক বক্তা ডঃ এনায়েত উল্লা আব্বাসী আসছেন না। বাংলাদেশ সরকার যে কোন কারনে তাকে আসতে দিচ্ছে না। তবে কি সমস্যা তা জানা যায়নি। শেষমেষ বাধ্য হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ওয়াজ মাহফিল বাতিলের ঘোষণা দেন ওয়াজ কমিটির কার্য কর্তারা। একই স্থানে পরবর্তীতে অনুষ্ঠান হবে অন্য কোন অতিথিকে এনে কিংবা সেই বক্তার সাথে যোগাযোগ করে দিন তারিখ নির্ধারণ করা হবে বলেও জানান কর্মকর্তারা।বর্তমানে ওয়াজ মাহফিল না হওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন কমিটির লোকজনরা।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রচারে নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচারে নামলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ সোমবার দিল্লির করকরদুমার সিবিডি মাঠের নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিজেপি যা বলে তা করে।দিল্লির নির্বাচনের আর বাকি মাত্র পাঁচ দিন । যত সময় এগিয়ে আসছে, ততই তীব্র হয়ে উঠছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার । এবার মাঠে নামলেন প্রধানমন্ত্রীও । সোমবার উত্তর দিল্লির করকরদুমা এলাকায় বিজেপির হয়ে তাঁর প্রথম প্রচার শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী । দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রধান মুখ নরেন্দ্র মোদী । আগামীকাল দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির দ্বারকা এলাকায় আরও একটি প্রচারে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রীর ভোটের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর আবেদনের পর দোটানায় রয়েছে এমন ভোটারদের কাছ থেকে ভোট আসবে বলেই মনে করছেন দলীয় কর্মীরা।

৮ ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে দিল্লির উত্তেজনা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল একদিকে যেমন সত্বা ছাড়তে নারাজ। অন্যদিকে যেমন দিল্লিতে ঘাঁটি গাড়তে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গেরুয়া শিবির। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এতদিন প্রচারে দেখা গিয়েছে বিজেপির বৃহত্তর নেতাদের। কখনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তো কখনও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গিয়েছেন জনগণের কাছে ভোট চাইতে। দুই দলই একে অপরের নানান খামতির কথা তুলে ধরেছেন।এবার শেষলগ্নে মাঠে নামলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন কারকারডুমার সিবিডি ময়দান থেকে পদযাত্রা শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছেন বিজেপির একাধিক নেতা-মন্ত্রী ও সমর্থকেরা। এখন অপেক্ষা শুধু ৮ ফেব্রুয়ারির।

ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় এক শিশু সহ মৃত তিন

ঝাড়্গাম, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দুদিনে হাতির হামলায় এক শিশু সহ মৃত্যু হল তিনজনের। সোমবার সকালে জঙ্গলে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির সামনে পড়ে প্রাণ হারালেন মা ও শিশুকন্যা। এই ঘটনার পরেই তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে একেবারে ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী গোয়ালডিহা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে জামবনী ব্লকের একেবারে ঝাড়খন্ড সীমানায় গোয়ালডিহা গ্রামে।

বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে হাতির হামলায় মৃত মায়ের নাম কল্যাণী শবর এবং তার বছর দেড়েকের শিশুকন্যা। এদিকে পর পর দুদিনে এক শিশুকন্যা সহ তিনজনের মৃত্যুর ঘটনার পরেই বনদফতরের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ কয়েক দিন ধরে ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় তিনটি হাতি ঘোরাঘুরি করছে। খাবারের সন্ধানে রোজদিন গ্রামে ঢুকে বাড়ির দরজা জানালা ভাঙছে। আবার কখনও স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিলের চাল খাওয়ার চেষ্টা করছে। এমনকি শীতকালীন সফলের দফারফা করছে বলে অভিযোগ। হাতি গুলিকে তাড়ানোর জন্য বনদফতরকে বারে জানানো হলেও বনকর্মীরা হাতি তাড়ানোর কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহন করেনি বলেও অভিযোগ তুলেছেন।

স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে এদিন ভোরে কল্যানী শবর তার ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে জঙ্গলে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন।সেখানে হাতির সামনে পড়ে গেলে একটি হাতি তাদের আছড়ে মারে।

উল্লেখ্য রবিবার ওই এলাকা মুরকাটি গ্রামে এক ব্যক্তির হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল।হাতি ওই ব্যক্তির শরীর ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল বলে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।জামবনি এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমানা এলাকা ধরে এই রাজ্যে তথা জামবনির বিভিন্ন গ্রামে তিনটি হাতি যাতায়াত করছে।হাতি গুলি যথেষ্ট আক্রমণাত্মক বলে বনদফতর সূত্রে জানা হয়েছে। বনদফতর পক্ষ থেকে মানুষ জন কে সাবধানে চলাফেরা করতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে গিধনির রেঞ্জার বাসিরুল আলম বলেন 'ওই ঘটনাটি ঝাড়খন্ড রাজ্যের গোয়ালডিহা হয়েছে।তিনটি হাতি ওই এলাকা তথা সীমানায় রয়েছে।আমরা মনিটারিং করছি।'

ঝাড়খন্ড বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে হাতি গুলিকে তাড়ানোর জন্য ঝাড়্গাম বন বিভাগের সাথে কথা বলবেন। এবিষয়ে ঝাড়্গাম বন বিভাগের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্ছি বলেন, ' হাতির হামলায় মৃত্যুর ঘটনাটি ঝাড়খন্ডে ঘটেছে। ওখানকার বন দফতর বিষয়টি দেখছেন।'

সিএএর বিরোধিতা দেশকে খণ্ডিত করা সুনিশ্চিত পরিকল্পনা : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির নির্বাচনী জনসভা থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতা কারীদের তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ সোমবার দিল্লির শাহদারা এলাকার জনসভায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, রাজধানী দিল্লি এবং আরও কিছু জায়গায় সিএএ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিছক কাকতালীয় ঘটনা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হ''ল দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দুর্বল করা এবং দেশকে খণ্ডিত করা।

নির্বাচনের ঘোষণার পর দিল্লিতে প্রথম জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দিল্লির শাহদারা এলাকার করকরদুমার সিবিডি ময়দানে বিজেপির বিজয় সঙ্কল্প সমাবেশের ভাষণে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারের বিরুদ্ধে সীলমপুর জামিয়া মিলিয়া ও শাহিনবাগের বিক্ষোভকেই হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের জনসভা থেকে মোদীর দাবি, বিক্ষোভকারীরা দেশের পতাকা ও সংবিধানকে সামনে রেখেই একের পর এক আইনবিরুদ্ধ কাজ করে চলেছেন। এই বিক্ষোভের পিছনে আম আদমি পার্টি (আপ) ও কংগ্রেসের চক্রান্ত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তারা দেশকে 'টুকরো-টুকরো' করতে চাইছে বলে ফের এক বার অভিযোগ করেছেন তিনি।

এদিন জামিয়া মিলিয়া ও শাহিনবাগে চলা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী বিক্ষোভের প্রসঙ্গে কেজরিওয়ালের নাম না করে মোদী বলেন, "কিছু লোক রাজনীতি বদলাতে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদের মুখোশ খসে গিয়েছে। এঁরাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সেনার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের অপমান করেছিলেন।"

এর পর স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "এমন দিল্লি কি দিল্লিবাসী কখনও চেয়েছিলেন?" মোদী দাবি করেন, "একটা সময় ছিল, যখন দিল্লিতে প্রায়শই সন্ত্রাসবাদী হামলা হত। এই হামলায় জড়িতদেরই যখন বাটলা হাউসে পুলিশ মেরেছিল, তখন এঁরাই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এঁরাই ভারতকে টুকরে-টুকরে করতে চায়।"

তিনি এও বলেন, ''জামিয়া, শাহিনবাগ, গত কয়েকদিন ধরে সিএএ নিয়ে বিক্ষোভ চলছে। কিন্তু, এটা শুধুমাত্র বিক্ষোভ নয়। এটা আসলে ষড়যন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ চলছে। এর পিছনে আপ ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে।"

তাঁর মতে, "এটা শুধু মাত্র আইনের বিরোধিতা হলে তা সরকারের যাবতীয় আশ্বাসের পর মিটে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেশের পতাকা ও সংবিধানকে সামনে রেখে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। বিক্ষোভে হিংসা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু, এঁরা আদালতের কথা মানেন না। এঁরা আদালতের কথা শোনেন না। অথচ গোটা দুনিয়াকে দেশের সংবিধান দেখাচ্ছেন।"

সিএএ-বিরোধী এই বিক্ষোভের জেরে অসুবিধায় পড়েছেন দিল্লিবাসী। তাঁদের দিল্লি থেকে নয়ডা যেতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। তাঁর মতে, "ষড়যন্ত্রকারীদের এখানেই না থামালে তারা অন্য কোথাও গিয়ে আন্দোলন করবে।"

এ দিনের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক কাজ তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়, সিএএ-এর মতো বিষয়। এ দিনের জনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন মোদী উ শনিবার বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। বাজেট নিয়ে সরকারের প্রশংসা করে এ দিন মোদী দাবি করেন, "শুধু চলতি বছর নয়, শনিবার যে বাজেট পেশ হয়েছে তা গোটা দশক ধরে দিশা দেখাবে দেশকে। এর মাধ্যমে দিল্লির যুবক, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, গরিব, মহিলা ও ব্যবসায়ী সকলেই লাভবান হবেন।" তাঁর সরকারের আমলে বিপুল কাজ হয়েছে বলে দাবি করেছেন মোদী। দাবি করেছেন, "সরকার এত দ্রুত কাজ করছে যে বিরোধীরা বলছে ধীরে কাজ করুন।"

দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে এদিন মোদীর প্রথম জনসভা থেকে দিল্লির উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গোটা দেশের নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে দিল্লি। কেজরিওয়াল সরকার তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প আয়ুষ্মান যোজনা চালু করেনি বলেও তোপ দেগেছেন মোদী। তিনি বলেন, এই নির্বাচন কেবল সরকার গঠনের জন্য নয়, দিল্লির উন্নয়নকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া জন্য হবে এই নির্বাচন। এই নির্বাচন দিল্লির একবিংশ শতাব্দীর পরিচয় এবং অহংকারে অভিমানকে সমাধান করার জন্য। তিনি আরও বলেন, দিল্লির মানুষের মনে কি আছে তা বলার দরকার নেই। এটি এখানে উপস্থিত জনতা থেকে পরিষ্কার। লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির প্রতিটি ভোট বিজেপির শক্তি বাড়িয়েছিল এবং সাতটি আসন জিতে জানিয়ে দিয়েছিল তাঁরা কি ভাবছেন। দিল্লির ভোট দেশ পরিবর্তন করতে অনেক সাহায্য করেছে এবং তাদের ভোট দিল্লিরও অনেক পরিবর্তন করবে এবং দিল্লিকে আরও নিরাপদ ও আধুনিক করে তুলবে।

উল্লেখ্য, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রধান মুখ নরেন্দ্র মোদী। আগামীকাল দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির দ্বারকা এলাকায় আরও একটি প্রচারে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রীর ভোটের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর আবেদনের পর দোটানায় রয়েছে এমন ভোটারদের কাছ থেকে ভোট আসবে বলেই মনে করছেন দলীয় কর্মীরা ।

৮ ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে দিল্লির উত্তেজনা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল একদিকে যেমন সত্বা ছাড়তে নারাজ। অন্যদিকে তেমন দিল্লিতে ঘাঁটি গাড়তে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গেরুয়া শিবির। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এতদিন প্রচারে দেখা গিয়েছে বিজেপির বৃহত্তর নেতাদের। কখনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তো কখনও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গিয়েছেন জনগণের কাছে ভোট চাইতে। দুই দলই একে অপরের নানান খামতির কথা তুলে ধরেছেন। এবার শেষলগ্নে মাঠে নামলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন কারকারডুমার সিবিডি ময়দান থেকে পদযাত্রা শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছেন বিজেপির একাধিক নেতা-মন্ত্রী ও সমর্থকেরা।

দুষ্কৃতী হামলা : বেহালায় প্রতিবাদীর বাড়িতে পার্থ

কলকাতা, ৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : চারদিন কেটে গেলেও বেহালা সরশুনা এলাকায় দুষ্কৃতী হামলায় এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত উ দুষ্কৃতী মারধরের প্রতিবাদে বেহালায় প্রতিবাদীর বাড়িতে হামলা, বোমাবাজি উ সোমবার ঘটনাস্থল সরজমিনে দেখতে প্রতিবাদীর বাড়িতে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উ তদন্তে সরশুনা থানার পুলিশ উ গত বুধবার সরস্বতী পুজোর রাতে বেহালার সরশুনার কেষ্টর মোড় এলাকায় প্রতিবাদীর বাড়িতে হামলা ও বোমাবাজি হয় উ গুলি চালানোরও অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উ অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়ের ওপর দলবল নিয়ে চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর করে এলাকার দুষ্কৃতী উজ্জ্বল নস্কর উ এই ঘটনায় স্থানীয় ক্লাবের সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় এর প্রতিবাদ করায়, রাত দেড়টা নাগাদ দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় উ বোমাও ছোড়া হয় উ এরপর বৃহস্পতিবার ২ জন অভিযুক্তকে আটক করে সরশুনা থানার পুলিশ উ বৃহস্পতিবার বোমাবাজির অভিযোগে ২ জনকে আটক করেছে বেহালা সরশুনা থানার পুলিশ উ কিন্তু চারদিন কেটে গেলেও এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত উ সোমবার ঘটনাস্থল সরজমিনে দেখে পুলিশকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মূল অভিযুক্তকে খুঁজে বের কারার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উ এই প্রসঙ্গে পার্থ বাবু বলেন, 'ঘটনা সম্পূর্ণ জেনেছি উ স্বরস্বতী ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।